জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

নয়া উপাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হলেন অধ্যাপক ডাঃ মুকুল ভট্টাচার্য। তিনি এসএসকেএমের অস্থিশল্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। ৩ বছর এই দায়িত্ব সামলাবেন

নতুন পশ্চিমি ঝঞ্ঝা

চলতি সপ্তাহে অনেকটাই বাড়বে দক্ষিণের তাপমাত্রা। তবে উত্তরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হালকা তুষারপাত হতে পারে পার্বত্য এলাকায়। বঙ্গে নতুন করে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢুকবে ২ মার্চ

দশম শ্রেণিতে ফেল করলেও বছর নষ্ট নয়, নিয়ম সিবিএসইর

কাশ্মীরে ফের সন্ত্রাসবাদীদের নিশানায় সেনা, চলল গুলি-বৃষ্টি

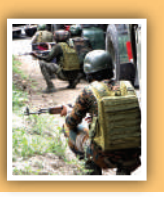

বর্ষ - ২০, সংখ্যা ২৮১ ● ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ● ১৪ ফাল্গুন ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 20, Issue - 281 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 27 FEBRUARY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

আজ ইন্ডোর উপচে পড়বে তৃণমূলের সর্বস্তরের কর্মীদের উপস্থিতিতে

মেগা সভায় নেত্রীর দিকনির্দেশ

প্রতিবেদন : আজ, বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের কর্মীদের সভা। যেখানে দিকনির্দেশ করবেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় গাইড লাইন মেনে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপের নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা বুধবারই পৌঁছে গিয়েছেন কলকাতায়। যাঁরা কাছাকাছি থাকেন তাঁরা আজ সাতসকালেই পৌঁছে যাবেন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। মঞ্চ প্রস্তুত। বুধবার দফায় দফায় সভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ বিশ্বাসেরা।

সভায় দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে নেত্রী যা বলবেন সেই নির্দেশকে পাথেয় করেই আগামী দিনে পথ চলবে তৃণমূল কংগ্রেস। নিশ্চিতভাবে মা-মাটি-মানুষের সরকারের নিবিড় উন্নয়ন ও সেই উন্নয়নযজ্ঞে আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে সঙ্গে নেওয়া এবং তাদের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার থাকবে। বিজেপি-কংগ্রেস ও সিপিএম মিলিতভাবে টানা কুৎসা-অপপ্রচার ও ব্যক্তি-আক্রমণের মধ্যে দিয়ে একটা ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা করছে, নিবিড় জনসংযোগের মাধ্যমে তাকে প্রতিহত করতে হবে। বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন ধরেই বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে, বঞ্চনা করছে। বাংলার প্রাপ্য টাকা গায়ের জোরে আটকে রেখেছে। তার বিরুদ্ধে নেত্রীর লড়াই চলছে-চলবে। এর সঙ্গে জুড়েছে, বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতার অপব্যবহার করে মূলত কেন্দ্রীয় এজেন্সি এবং নির্বাচন কমিশন একটা সেটিং করে এখানে অনলাইনে ভুয়ো ভোটারের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া দিচ্ছে কোনও 'ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন' ছাড়াই। যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার অভিযোগ করেছেন। দিল্লি, মহারাষ্ট্রে একই কাজ করেছে বিজেপি। বাংলায় সাধারণ মানুষের ভোটে বিজেপি জিততে পারছে না, তাই ভিন রাজ্যের ভোটারদের নাম ঢোকানো হচ্ছে। (এরপর ১২ পাতায়)

প্রস্তুত মঞ্চ। নেতাজি ইন্ডোরের মেগা সভায় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী নির্দেশ দেন তা শুনতে মুখিয়ে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা।

ইন্ডোরে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি দেখতে সুব্রত বক্সি, অরূপ বিশ্বাস-সহ নেতৃত্ব। পাশে তৃণমূল ভবনেও প্রস্তুতি তুঙ্গে।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ধন্য আমি

মেঘের পাহাড়ে উড়ে যাচ্ছিলাম মেঘের
সাথে সাথে,
মেঘ এসেছে রাজপথে
মিশেছে এ ধুলার মাটিতে।

আকাশ থেকে নেমেছে মেঘ, মেঘ উড়ছে
রাস্তায়
মেঘ-আকাশে মেঘাছন্দ, পাহাড় যেন
মেঘ-আলয়।

মেঘমেল্লারে মেঘকুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে
পার হয়ে গেলাম,
দেখলাম মেঘ সকাল
দেখতে দেখতে কার্শিয়াং পেলাম।

এবার এলাম সোনাদাতে, মেঘ-দুপুর
রুমঝুম
তারপরেই এলো টুং
মনে হলো সন্ধ্যা আরতির ঘণ্টা বাজছে
ঝুমঘুম।

টুংয়ের পথ পেরিয়ে এলাম এবার
জোড়বাংলো,
মনে হলো যেন
মেঘ-মা আমায় চা খেতে আবার ডাকলো।

পাহাড় পেরিয়ে এবার যাচ্ছি মোরা
ঘুমের দিকে,
সন্ধ্যাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে ঘুম
পাহাড় তখন একেবারেই নিস্তব্ধ নিঝুম।

দার্জিলিং পৌঁছনোর আগেই মনে হচ্ছে
মিলবে পাহাড় ঝরনা
বৃষ্টির উথাল-পাথালে মিষ্টি হবে পাহাড়
ঘরানা।।

মেঘ-বৃষ্টির পাহাড়ি খেলা, প্রকৃতির এক
অমোঘ বিস্ময়,
যতো দেখি মন ভরে যায়
মনে হয় এই পাহাড়কে করবো জয়।

এ যেন আমার চেনা ঠিকানা, সবাইকে
মনে হয় চিনি,
যতই দেখি ততই ভাবি
আরো যেন ভালোবাসতে জানি।

পাহাড়-জঙ্গল-সমুদ্র ঘেরা বিচিত্র এই
বঙ্গভূমি
যতই দেখি বাংলা-মাকে
ততই হই ধন্য আমি।

৩ মার্চ শুরু উচ্চমাধ্যমিক বাড়ল মহিলা পরীক্ষার্থী

প্রতিবেদন : চলতি বছরে ৩ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। এই বছর পরীক্ষার আগেই মেয়েদের জয়জয়কার। সংসদ জানাচ্ছে ছাত্রদের থেকে ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি। ২৩টি জেলাতেই ছবিটা একই রকম। বুধবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, এই বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫,০৮,৪১৩। ছাত্রের সংখ্যা ২,৩০,৪২১, ছাত্রীর সংখ্যা ২,৭৭,৯৯২। অর্থাৎ ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রের থেকে ৪৭,৫৭১ জন বেশি।

অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে এবার কোমর বেঁধে নেমেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এবার বেশ কিছু নিয়ম (এরপর ১২ পাতায়)

সাংবাদিকদের মুখোমুখি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, প্রিদর্শিনী মল্লিক, উৎপল বিশ্বাস।

চক্রান্তের উদ্দেশ্যে অভিষেকের নাম ভাসাল সিবিআই

পাল্টা কড়া বিবৃতি

প্রতিবেদন : উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চক্রান্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ভাসিয়ে দিল সিবিআই। অথচ কে এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর পরিচয় কী, তিনি কোথায় থাকেন? তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় কী? এসব কিছুই স্পষ্ট করা হয়নি। কিন্তু কেন এই ঘৃণ্য চক্রান্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সির? আসলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেনস্থা করতেই (এরপর ১০ পাতায়)

নজরে শিলিগুড়ির সম্পত্তি উদ্ধার হল খুনের ইট-বঁটি

প্রতিবেদন : মধ্যমগ্রামে পিসিশাশুড়িকে খুনের ঘটনায় পরতে পরতে লুকিয়ে আছে রহস্য। এই প্রথম নয় এর আগেও চুরির দায়ে জেল খেটেছিলেন ফাল্গুনী ঘোষ। শিলিগুড়িতে মামাশ্বশুরের বাড়িতে গয়না চুরি করেছিলেন তিনি। এবার এই খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত দুই মহিলা ফাল্গুনী ঘোষ ও তার মা আরতি ঘোষকে একদিনের জেল হেফাজত দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাদের বারাসত আদালতে তোলা হবে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেছে পুলিশ। এদিকে, যে ভ্যানটি করে ওই ট্রলি নিয়ে আসা হয়েছিল তাকেও ইতিমধ্যেই থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে (এরপর ১০ পাতায়)

আদালতের পথে আরতি ও ফাল্গুনী ঘোষ।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
27 February, 2025 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০১২ শৈলেন মান্না (১৯২৪-২০১২) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সালটা ছিল ১৯৪২। দেশের স্বাধীনতা লাভ করতে তখনও বছর পাঁচেক বাকি। বছর ১৮-র এক তরুণ ছিপছিপে ছেলে সবুজ-মেরুন তাঁবুতে পা রেখেছিলেন। চোখে ছিল গনগনে আগুন। বিপক্ষের যে কোনও স্ট্রাইকারের আক্রমণ যেন অবলীলায় বুক দিয়ে আগলে রাখার ক্ষমতা ছিল তাঁর। সেই শুরু। তারপর কেটে গেছে ১৯ বসন্ত। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে বাগানে কত নতুন কুঁড়ি এসেছে, কত ফুল ঝরে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর জায়গা একমেবম অদ্বিতীয়ম। শৈলেন মান্নার পায়ে পায়ে পরাধীন থেকে স্বাধীন দেশের ফুটবলের ইতিহাস, আজও ময়দানের প্রতিটা ঘাসে যেন শিশিরের মতো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। প্রায় ১৯ বছর তিনি একটানা মোহনবাগান ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি মোহনবাগানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতো ডিফেন্ডার ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে যে একেবারেই হাতেগোনা, সেকথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু ক্লাব নয়, জাতীয় দলেও তো একটা সময় দাপিয়ে পারফর্ম করেছেন তিনি। ১৯৪৮ সালে তিনি লন্ডন অলিম্পিক্সে জাতীয়

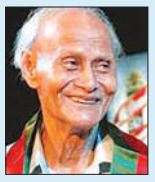

ফুটবল দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়া ১৯৫৪ সালে এশিয়ান গেমস এবং ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিক্সে তিনি ভারতীয় ফুটবল দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৫১ সালের এশিয়ান গেমসে ভারত সোনার পদক জয় করেছিল। এছাড়া ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পরপর তিন বছর ভারতীয় ফুটবল দল চতুর্দেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়লাভ করেছিল। ২০০০ সালে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তাঁকে 'সহস্রাব্দের সেরা ফুটবলার'-এর খেতাব মুকুট করে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছে। তবে তার আগেই অবশ্য ভারত সরকার তাঁকে ১৯৭১ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে। ২০০১ সালে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় মোহনবাগান রত্নের খেতাব। ইংল্যান্ডের বর্তমান রানি এলিজাবেথ তখন রাজকুমারী। লন্ডন অলিম্পিকে মান্নার খেলা দেখার পরে তিনি হাওড়ার বঙ্গসন্তানের পা দেখতে চেয়েছিলেন। ওই লেফট ব্যাকের পা'টা আসল, না স্টিলের? ১৯৫৩ সালে ইংল্যান্ডের এফএ বিশ্বের দশ সেরা অধিনায়কের তালিকায় রেখেছিল তাঁকে। মান্নার শ্যুটিংয়ের তীব্রতা, তাঁর ফ্রি-কিকের নিখুঁত মাপ নিয়েও বহু রূপকথা ছড়িয়ে রয়েছে ময়দানে।

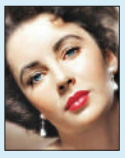

১৯৩২ এলিজাবেথ টেলর (১৯৩২-২০১১) এদিন লন্ডনে হ্যাম্পস্টেডে জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম এলিজাবেথ রোজমন্ড টেলর। তাঁর বাবা মা ছিলেন মার্কিন বংশোদ্ভূত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৯৩৯ সালে তাঁরা সপরিবারে চলে এসেছিলেন আমেরিকায়। 'ডিস্টিকিয়া' এক রকমের জিনগত সমস্যা। এর ফলে আঁখিপল্লব ত্রুটিপূর্ণ হয়। এই ত্রুটি নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল লিজ টেলর। তাঁর চোখের পাতা বা আইল্যাশের দু'টি স্তর ছিল। পরবর্তীকালে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় মোহময়ী রূপের তুরুপের তাস। ওই তাস দিয়েই দীর্ঘ কয়েক দশক তিনি শাসন করেছিলেন হলিউড। মাত্র ১০ বছর বয়সে আত্মপ্রকাশ 'ওয়ার্নার বর্ন এভরি মিনিট' ছবিতে। প্রথম ব্রেক ১৯৪৪ সালে, 'ন্যাশনার ভেলভেট' ছবিতে অভিনয় করে। জীবনে মোট সাতজন পুরুষকে তিনি আটবার বিয়ে করেছিলেন। দ্বিতীয় স্বামী ছিলেন মাইকেল ওয়াইল্ডিং। তৃতীয় বিয়ে মাইকেল টডকে। চতুর্থবার জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এডি ফিশারকে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্বামী ছিলেন রিচার্ড বার্টন। একবার বিয়ের পরে ডিভোর্স করে আবার তাঁকেই বিয়ে করেছিলেন লাস্যময়ী লিজ। সপ্তম স্বামী জন ওয়ার্নার। অষ্টম তথা শেষ স্বামী ল্যারি ফর্টেনস্কি।

১৮৫০ নবীনচন্দ্র দাশ (১৮৫৩ - ১৯১৪) এদিন চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কাব্য পদ্যে বঙ্গানুবাদ করায় নবদ্বীপ ও পূর্বস্থলির পণ্ডিত বর্গ 'কবি গুণাকর' এবং চট্টল ধর্মমণ্ডলী তাঁকে "বিদ্যাপতি" উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৫৬ গণেশ বাসুদেব মভলঙ্কার (১৮৮৮-১৯৫৬) এদিন প্রয়াত হন। লোকসভার প্রথম স্পিকার। এ-বছরই জানুয়ারি মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তিনি স্পিকার পদ থেকে ইস্তফা দেন। ১৯২০-র দশকে তিনি গান্ধীজি ও সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের প্রস্তাব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর শূন্য আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাঁর স্ত্রী সুশীলা মভলঙ্কার। তাঁর বিরুদ্ধে সেইবার অন্য কোনও প্রার্থী দাঁড়াননি। সুশীলা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

১৯৩১ চন্দ্রশেখর আজাদ (১৯০৬-১৯৩১) এদিন মৃত্যুবরণ করেন। ভগত সিং-এর বিপ্লবী আদর্শের গুরু। এই ভারতীয় বিপ্লবী এদিন এলাহাবাদের অ্যালফ্রেড পার্কে আর এক বিপ্লবী সুখদেবরাজের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এক বিশ্বাসঘাতক সেই খবর পুলিশকে দিয়ে দিলে পুলিশ পার্ক ঘিরে ফেলে। নিজেকে এবং সুখদেব রাজকে রক্ষা করার জন্য তিন পুলিশকর্মীকে হত্যা করেন। সুখদেবরাজ পালিয়ে যান। শেষরক্ষা অসম্ভব বুঝে চন্দ্রশেখর নিজেই নিজেকে গুলি করে শহিদ হন। চন্দ্রশেখর আজাদের সেই কর্ট পিস্তল আজও এলাহাবাদ জাদুঘরে প্রদর্শিত হয়। প্রয়াগরাজের সেই অ্যালফ্রেড পার্কটি বর্তমানে চন্দ্রশেখর আজাদ পার্ক নামে পরিচিত।

২০০২ গুজরাতের গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে অগ্নি সংযোগ করায় অযোধ্যা থেকে ফিরে আসা ৫৯ জন তীর্থযাত্রী ও করসেবক নিহত হন। যার প্রেক্ষিতে গুজরাত দাঙ্গা সংঘটিত হয়।

পার্টির কর্মসূচি

অসমের তিনসুকিয়া জেলার ১ নম্বর পাটিয়া পাথর ৭ নম্বর ওয়ার্ডে রাজ্য সভাপতি রমেনচন্দ্র বরঠাকুরের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান।

আলাপচারিতা। রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৩০৭

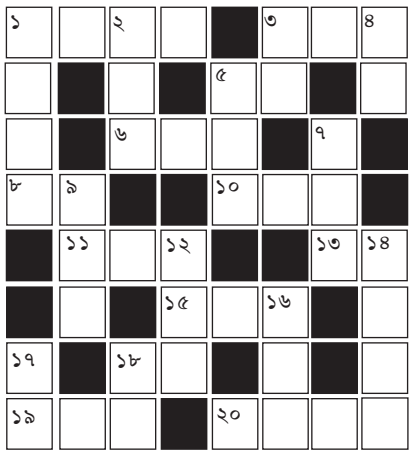

পাশাপাশি : ১. বৃক্ষবিশেষ ও তার সুগন্ধি নির্যাস ৩. আবরণ ৫. প্রকার, ধরন ৬. মেঘের শব্দ ৮. বৃষ্টি ১০. চ্যাপটা হাঁড়িবিশেষ ১১. প্রভাব, আধিপত্য ১৩. ঘরের চালের মটকা ১৫. গুরু, শিক্ষক ১৮. বড় আকারের নাড়ু ১৯. পলায়ন ২০. শীতের এক সবজি।

উপর-নিচ : ১. মিথ্যাবাদী ২. অহংকার, গর্ব ৩. ধাতুর বালা ৪. অগ্নিমূর্তি ৫. বিস্তার, প্রসার ৭. নিমেষ ৯. চিহ্ন, আভাস ১২. সেঁকা ১৪. এ জিনিস সে জিনিস ১৬. উন্নতাবনত ১৭. গুঞ্জার পরিমাণ ১৮. সমষ্টি।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৩০৬ : পাশাপাশি : ২. উদেস ৪. অমনি ৬. হৈম ৭. বাবাজীবন ৮. রভস ১০. মকাই ১২. আত্মসম্মান ১৩. জারি ১৪. সাগর ১৬. দর্শন। **উপর-নিচ :** ১. ঠাম ২. উপজীবিকা ৩. সন্ধান ৪. অমর ৫. নিবাস ৯. ভদ্রসন্তান ১০. মনসা ১১. ইজার ১২. আমোদ ১৫. গদ্য।

২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮৬৩৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮৬৮০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮২৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৯৫৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৯৫৪৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.১৪	৮৬.৬৮
ইউরো	৯২.৫২	৯০.৮২
পাউন্ড	১১১.৬৭	১০৯.৭১

নজরকাড়া ইনস্টা

■ সৌমি তৃষা

■ শ্রেয়া ঘোষাল

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মহাশিবরাত্রি। ভূকৈলাশে চলছে পুণ্যার্থীদের পূজার্চনা।

আমারশহর

27 February, 2025 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

মেগা সভার আগের দিন প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন নেতৃত্ব ■ সঙ্গে তৃণমূল ভবনেও প্রস্তুতি তুঙ্গে

■ ছবিগুলি তুলেছেন সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু চৌধুরী।

বুধেই জেলা থেকে শহরে নেতৃত্বের ঢল

প্রতিবেদন : নেতাজি ইন্ডোরে নেত্রীর ডাকে মেগা সভা। সেই সভায় যোগ দিতে দলের সার্কুলার অনুযায়ী নেতৃত্ব-প্রতিনিধিরা বুধবারই শহরে এসে পড়লেন। ডেলিগেড কার্ড নেওয়া থেকে শুরু করে নেতাজি ইন্ডোর একঝলক ঢুকে দেখার সবই চলল দিনভর। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই মেগা সভায় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বক্তব্য রাখবেন তা শুনতে মুখিয়ে রয়েছেন দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা। নেত্রীর কথা পাথেও করেই আগামী দিনে পথ চলবে তৃণমূল। এদিন তৃণমূল ভবনে রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, অলোক দাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ দলীয় নেতৃত্ব সকাল থেকেই হয়ে জেলার নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলেছেন, চলেছে কার্ড বিলি। দলের নির্দেশ অনুসারে নেতাজি ইন্ডোরে বৃহস্পতিবার কোথায় গেট, কোথা দিয়ে যাবেন, কোথায় বসবেন, তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় সভার কাজ শুরু হবে। তার আগেই সকাল থেকেই সেখানে যেতে শুরু করবেন সকলে। যাঁরা নেতাজি ইন্ডোরের ভিতরে ঢুকতে পারবেন না তাঁদের জন্য ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র ও বাইরে জায়েন্ট স্ক্রিনের ব্যবস্থাও থাকছে।

এবার ভারী ব্যাগ তোলার আগে ভাবতে হবে, বললেন ভ্যানচালক

প্রতিবেদন : ভারী মাল বয়ে অতিরিক্ত ভাড়া পেয়ে খুশি হয়েছিলেন বীরেশপল্লির ভ্যানচালক রাধানাথ হালদার। কিন্তু সেই ভারী মাল বওয়ার পেছনে যে এত বড় কাণ্ড লুকিয়ে রয়েছে তা সেই মুহূর্তে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি ওই ভ্যানচালক। তাঁর আত্মপোলব্ধি, তিনি আর কখনও অতিরিক্ত আয়ের আশায় যাত্রীদের কথায় ভারী ব্যাগ বইবেন না! মঙ্গলবার সকালে বীরেশ পল্লির ভ্যানচালক রাধানাথ দেখেন দুই মহিলা ভারী একটি ব্যাগ টেনে নিয়ে আসছে। সেই দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাতে মিলেছিল ১৩০ টাকা বকশিশ। কিন্তু তারপরেই ওই ট্রলি থেকে দেহ উদ্ধার হতে তাঁর ডাক পড়ল থানায়। ওই ভ্যানচালক জানান, দুজন মহিলা একটি ট্রলি ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ব্যাগ ভারী থাকায় তাঁরা নিয়ে যেতে পারছিলেন না। এরপর ভ্যানচালক রাধানাথ সাহায্য করেন ভারী ব্যাগটি ভ্যানে তুলতে। এরপর তিনি দোলতলা মোড়ে ওই ট্রলি নামিয়ে দেন। সেখান থেকেই ট্যাক্সি ধরে গঙ্গায় দেহ লোপাটের চেষ্টা করেন তাঁরা। তবে ট্রলির গায়ে কোনও রক্ত দেখতে বা দুর্গন্ধ তিনি পাননি। প্রায় একই অভিজ্ঞতার জানালেন ট্যাক্সিচালকও। শ্যামসুন্দর দাস বলেন, ৪০ বছর ধরে ট্যাক্সি চালাচ্ছি। ওদের দেখে কিছু বুঝতেই পারিনি। গাড়িতে ওঠার পর থেকে নিজেদের মধ্যে স্বাভাবিক কথা বলছিল মা-মেয়ে। এমনকী বাড়ি ফিরে দুপুরে কী মেনু হবে সে কথাও হচ্ছিল। এত স্বাভাবিক আচরণের মধ্যেও যে এত ভয়ংকর ঘটনা লুকিয়ে থাকতে পারে তা বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারেননি ওই ট্যাক্সিচালক। তিনি বলেন, দোলতলা থেকে কুমোরটুলি ঘাটে যাবেন বলে ওঠেন তাঁরা। ৬০০ টাকা ভাড়াতেই রাজি হন। সঙ্গে ছিল একটি ভারি ট্রলি ব্যাগ। এতটাই ভারি যে তারা দু'জনে তুলতে পারছিলেন না। ট্যাক্সিচালক সাহায্য করেন ব্যাগ ওঠাতে। কী আছে জানতে চাইলে অভিযুক্তরা জানান, ট্রলিতে কাঁসার বাসন, জামাকাপড়, খাবার রয়েছে।

স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া উপাচার্য

প্রতিবেদন : অধ্যাপক ডাঃ মুকুল ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হলেন। তিনি এসএসকেএম হাসপাতালে অস্থিশল্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম এই মর্মে এক আদেশনামা জারি করেছেন। আগামী তিন বছর পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর দেশের সর্বোচ্চ আদালত রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কাম সিলেকশন কমিটি তৈরি করার নির্দেশ দেয়। সেইমতো সার্চ কমিটি নিযুক্ত পদপ্রার্থীদের তালিকা এবং মুখ্যমন্ত্রীর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপালকে পাঠানো হয়। এরপরই আচার্যের অনুমতিক্রমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

দুই ডিপিএসসি চেয়ারম্যানকে তলব কোর্টের

প্রতিবেদন : ২০০৯ সালের বাম আমলের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগে ডিপিএসসি-র দুই চেয়ারম্যানকে ভর্ৎসনা করলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। মালদহ ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ বা ডিপিএসসি-র চেয়ারম্যানকে আদালত অবমাননায় হলফনামা দিয়ে ব্যাখ্যা তলব করলেন তিনি।

গত বছর এপ্রিল মাসে ওই মামলায় মালদহ জেলা ডিপিএসসির চেয়ারম্যানকে দ্রুত ২৫০ জনের নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ৪৫৭ জনের নিয়োগের নির্দেশ ছিল। দু'সপ্তাহের মধ্যে ওই নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় এদিন বিচারপতি ভর্ৎসনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, বারবার আদালতের নির্দেশ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন চেয়ারম্যান। আদালতের নির্দেশ মানতে কেন অনীহা তার ব্যাখ্যা দিতে হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি মান্থা।

ধর্মতলায় মাল্টি মোডাল ট্রান্সপোর্ট হাব গড়ে তোলার পরিকল্পনা রাজ্যের

কমবে যানজট, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণেও কার্যকরী

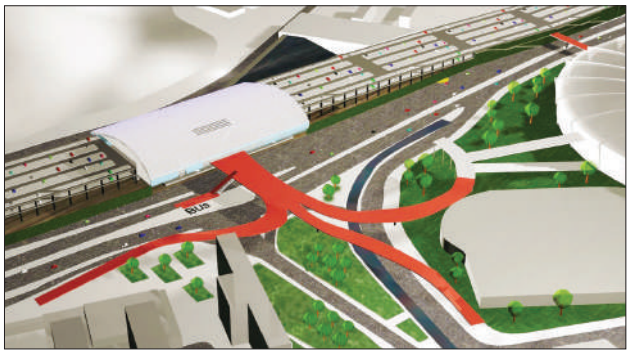

প্রতিবেদন : যানজট এড়াতে এবং দূষণ কমাতে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় 'মাল্টি মোডাল ট্রান্সপোর্ট হাব' তৈরির পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। এ বিষয়ে আলোচনা করতে সম্প্রতি সেনাবাহিনী, মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ, পূর্ত বিভাগ, কলকাতা পুরসভা এবং লালবাজারের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। বৈঠকে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন পরিবহণ দফতরের কর্তারা। বর্তমানে যেখানে ধর্মতলা বাস স্ট্যান্ড রয়েছে সেখানেই এই বেসমেন্ট কার পার্কিংয়ের মডেল তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রাইটসকে। দিন পনেরো আগে সেই মডেল হাতে পেয়েছেন পরিবহণকর্তারা। যার ভিত্তিতেই এই বৈঠক।

ধর্মতলা এলাকায় যানজট ও দূষণ কমাতে কলকাতা হাইকোর্টের দায়ের করা এক জনস্বার্থ মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে বিকল্প পথ খোঁজার এই উদ্যোগ শুরু হয়েছে। নবান্ন জানিয়েছে, ভবিষ্যতে তিনটি রুটের মেট্রো স্টেশন হচ্ছে ধর্মতলায়। সব ক'টি রুট শুরু হলে ধর্মতলায় যানজট মারাত্মক জায়গায় পৌঁছবে বলে প্রশাসনের আশঙ্কা। ধর্মতলায় এমনিতেই বহু মানুষের আনাগোনা লেগে থাকে। আরও দু'টি মেট্রো স্টেশন হলে তা অন্তত ৪০ শতাংশ বাড়বে বলে মনে করছে পরিবহণ দফতর। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে সম্প্রতি শহরের ট্র্যাফিক পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে বসেন দফতরের কর্তারা। পুলিশের তরফে ধর্মতলায় মেট্রো স্টেশনের জেরে যানজটের আশঙ্কার কথা জানায় পুলিশ। পরিবহণ দফতর জানিয়েছে, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় পাটনা, পুনে-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে এ-ধরনের মাল্টি মোডাল ট্রান্সপোর্ট হাব তৈরির কাজ চলছে। একই রকমভাবে ধর্মতলায় নির্মীয়মাণ মেট্রো স্টেশনকে কেন্দ্র করে ওই হাব তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। একাধিক স্তর বিশিষ্ট এই হাবে একই ছাদের তলায় মানুষ বাস, মেট্রো-সহ বিভিন্ন ধরনের গণ-পরিবহণ ব্যবহারের সুযোগ পাবেন।

ভুয়ো শংসাপত্রের অভিযোগ

প্রতিবেদন : ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র দেখিয়ে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার অভিযোগ এক ডাক্তারি পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে পড়ুয়ার ভর্তি বাতিল করার দাবি জানায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জবাবে জানিয়েছে, অভিযোগ আসার পরই বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবন ও ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে জানানো হয়। নির্দেশ মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযোগ, পরমব্রত রায় নিট দিয়ে ২০২৩ সালে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির অভিযোগ, ডাক্তারি পড়ুয়া পরমব্রত প্রথমে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর সাব-ডিভিশনাল অফিস থেকে ২০২৩ সালের ৫ জুন তারিখে এসসি শংসাপত্র সংগ্রহ করেন। ২ মাস পর অগাস্টের ১১ তারিখে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট সাব-ডিভিশনাল অফিস থেকে তফসিলি উপজাতির শংসাপত্র সংগ্রহ করেন এবং তার ভিত্তিতেই মেডিক্যালে ভর্তি হন।

সম্পাদকীয়

27 February, 2025 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিকনির্দেশ

আজ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের কর্মীদের সভা। সকাল ১১টা থেকে সভা। প্রধান বক্তা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় গাইড লাইন মেনে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ— কিংবা পুরুলিয়া থেকে পানাগড় নেতা-জনপ্রতিনিধিরা থাকবেন এই সভায়। মুখ্যমন্ত্রী যে বার্তা দেবেন সেই বার্তা নেতৃত্ব পৌঁছে দেবেন তাঁদের অঞ্চলের তৃণমূল স্তরে। ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস দেশের মধ্যে নজির তৈরি করেছে। কী সেই নজির! বিজেপির চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সফলতম রাজনৈতিক দলটির নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল লড়াই করছে উন্নয়নকে সামনে রেখে। উন্নয়ের গতি বাড়ানো, উন্নয়নকে সর্বস্তরে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও মানুষের হাতের কাজের জোগান দেওয়াই লক্ষ্য। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে পেরে না উঠে শুধু বিজেপি নয় রাজনৈতিকভাবে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়া সিপিএম কংগ্রেসও ঘৃণ্য চক্রান্ত শুরু করেছে। একদিকে উন্নয়ন দিয়ে এই চক্রান্তকে প্রতিরোধ করা, অন্যদিকে তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে এদের মুখোশ খুলে দেওয়াই তৃণমূলের লক্ষ্য। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, পুলিশ-প্রশাসনকে কাজে লাগিয়েও তৃণমূলকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না। একের পর এক ভোটে পরাজয়। বারবার বিজেপি নেতাদের কষিয়ে থাপ্পড় দিচ্ছেন বাংলার জনগণ। দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধায়ক কিনে সিবিআই-ইডির ভয় দেখিয়ে গণতন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ক্ষমতা করেছে বিজেপি। বাংলায় পারেনি। তাই ক্ষমতা দখলে মরিয়া বিজেপি ভোটার তালিকায় জালিয়াতি শুরু করেছে। এই জালিয়াতি যে হবে তা অনেক আগেই নেত্রী বলেছিলেন। আর বাস্তবে তাই হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা, ব্লক, শহর জুড়ে তৃণমূলের প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। আজ তৃণমূল সুপ্রিমো এসব নিয়ে তো বলবেনই, পথনির্দেশ করবেন আগামী দিনের। গোটা তৃণমূল পরিবার তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে।

e-mail থেকে চিঠি

ওরা মিথ্যে ছড়াচ্ছে ওদের আটকাতে হবে

চা-বাগানের অব্যবহৃত জমির ৩০ শতাংশ পর্যটন ক্ষেত্রে ব্যবহারের নীতি নির্ধারণ করেছে নবান্ন। এই সিদ্ধান্তের অপব্যাখ্যা-সহ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, যে জায়গায় চা চাষ হয় কোনও অবস্থাতেই সেই জমিতে হাত দেওয়া হবে না। চা চাষের সঙ্গে কোনওরকম আপস নয়। অথচ চা-বাগান সম্পর্কে কিছু না বুঝেই গুজব ছড়াচ্ছে একটি ভুতুড়ে রাজনৈতিক দল। কিছুদিন আগে রাজ্যের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে উত্তরবঙ্গে মিছিল করেছিল বিজেপি। এই গুজবে কেউ কান দেবেন না। চা-বাগান এবং আদিবাসীদের জমিরক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যথেষ্ট সক্রিয়। ফলে চা চাষের জমি ফ্রি হোল্ড হিসেবে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে চা-বাগানের অব্যবহৃত জমির ৩০ শতাংশ জমি পর্যটন ক্ষেত্রে ব্যবহার করার ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি আছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তবেই তার ছাড়পত্র দেওয়া হয়। এছাড়া রুগ্‌ণ চা-বাগানের অব্যবহৃত জমি অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য লিজ দিতে ক'দিন আগে ছাড়পত্র দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। এগুলি প্রায় বন্ধই। প্রথমে তিনবছরের জন্য লিজ দেওয়া হল। পরে তার মেয়াদ বাড়িয়ে ৩০ বছর করা হতে পারে। এসব না বুঝে মানুষকে ভুল বোঝাতে নেমে পড়েছে একদল মিথ্যেবাদী। তাদের মুখোশ খুলে দিতে, লড়তে হবে একসাথে। সেই লড়াইয়ের নেতা কে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আবার কে!

—মিঠু রায়, পূর্ব মেদিনীপুর

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

‘ভালোবাসো...অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশো’

গদ্দার কুলের পোদ্দারের মুখে হঠাৎ এসব কথা! হিন্দি বলয়ের হিন্দুত্বের সুর গদ্দার কুলের পোদ্দার ইদানীং তাঁর বাচনভঙ্গিতে ভালই রপ্ত করেছেন। কেন এই বিষ ছড়ানোর রাজনীতি? উত্তর খুঁজলেন **সেখ জাহির আব্বাস**

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভব্য আচরণের কারণে সাসপেন্ড হওয়া এবং তার পরবর্তীতে তাঁর যে কদর্য ভাষা সে নিয়েই দু চার কথা।

শুভেন্দুবাবু বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যে ভাষায় সরকার এবং একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত জাতিকে আক্রমণ করেছেন তা সত্যিই একজন দায়িত্ববান বিরোধী দলনেতা হিসেবে ভীষণই নিন্দাজনক। লজ্জারও। শিষ্টাচার বিরোধী।

এ বাংলা রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দের বাংলা। এ বাংলার মাটিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম। এ বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। জাতি ধর্ম বর্ণ ভেদ সত্ত্বেও আমরা এক বাঙালি হিসেবে গর্বিত। প্রিয় দেশ যখন থেকে ভেদাভেদের রাজনীতির কবলে পড়েছে, তখন থেকেই বেশ কিছু স্থানে ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা আমরা দেখতে পেয়েছি। তবে তার জন্য বেশিরভাগটাই দায়ী এই ধরনের অনুদার রাজনীতিকরা। বাংলার বুকে যেখানে-যেখানে সমস্যা হয়েছে, আমরা দেখেছি সরকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু উসকানি দাতাদের তাতে মন ভরেনি। কারণ, তারা সব সময় চায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকা নয় বরং দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধিয়ে জটিল পরিস্থিতি তৈরি করে কী করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলা যায়। আর সেই সুযোগে ক্ষমতায় আসা যায়। আমরা মুর্শিদাবাদ থেকে সোনারপুর— সর্বত্রই এ নজির দেখেছি। ইদানীংকালে শুভেন্দুবাবুর হাবভাবে যা বোঝা গেছে, তাতে অনেকের ধারণা যে, কোনও বক্তব্যে উনি মুসলিম-হিন্দু বা ধর্মীয় কোনও শব্দবন্ধ ব্যবহার ছাড়া পাঁচটি বাক্যও বলতে পারবেন না। হয়তো তাঁর বর্তমান দলে ক্ষমতার অলিন্দে টিকে থাকতে গেলে এত সব কিছু এভাবে বলতেই হবে।

আর হ্যাঁ, ইদানীংকালে তাঁর কিছু ভুলও ভেঙেছে। যেমন উনি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বা ইত্যাদি নানারকম মানবিক প্রকল্পগুলোকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করে 'ভিক্ষা' পর্যন্ত বলেছেন, সেই তিনিই নাকি আবার বলতে শুরু করেছেন যে, আমরা ক্ষমতায় এলে এর থেকে বেশি গুণ বাড়িয়ে দেব। তাহলে এতদিন বিরোধিতার পরে এখন এই সমস্ত বলে গরিব, মধ্যবিত্ত জনগণের স্বার্থে যে প্রকল্পগুলি রয়েছে, পক্ষান্তরে সেগুলি স্বীকার করে নিচ্ছেন।

ঠিক এই একই কৌশলে তিনি আজ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা শ্রেণিকে যেভাবে লাগাতার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অপমান করে চলেছেন, তাতে একটা সময় তাঁর আবারও এরকম ভুল ভাঙবে। বুঝবেন, যে এদেরকে পাশে না নিলে বাংলায় অন্তত ক্ষমতায় আসা যাবে না।

তবে, তাঁর এই রণংদেহি রূপ, ভাষা এবং কদর্য ভঙ্গি দেখে বাংলার রুচিশীল সংস্কৃতিপ্রেমী শান্তিপ্রিয় মানুষজন ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট শুধু নয়,অস্বস্তিতেও পড়ছেন। উনি কি এভাবে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি করে সত্যিই বাঙালি জনমানসে ফাটল ধরিয়ে দিতে পারবেন! মনে হয়, না। কারণ, বাঙালি সৌভ্রাতৃত্ব এবং পারস্পরিক বন্ধনের ভিত কিন্তু অনেক মজবুত।

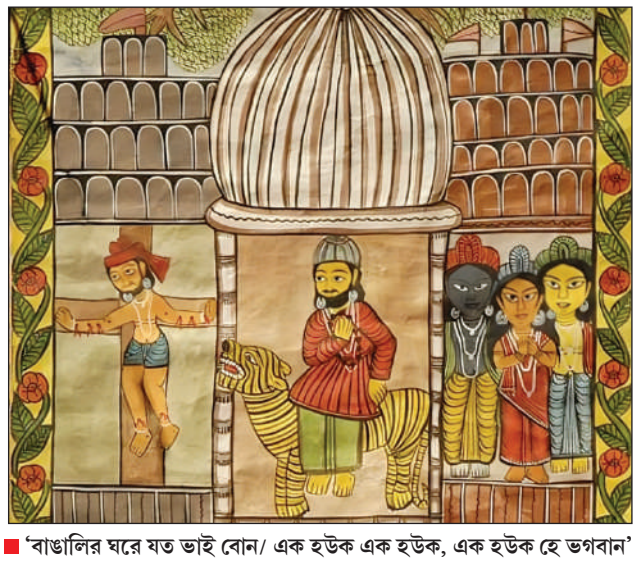

■ 'বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন/ এক হউক এক হউক, এক হউক হে ভগবান'

শুভেন্দুবাবু যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে 'হিন্দু-বিরোধী সরকার' তকমা দিয়ে তাঁর নিজের অভব্যতা ও ঔদ্ধত্যকে ঢাকার মরিয়া প্রয়াস চালালেন, তাতে পাশাপাশি বাস করা হিন্দু-মুসলমানের বাঙালি সমাজ স্তম্ভিত। বিরক্তও। উনি যেভাবে ভেদাভেদ এবং বিদ্বেষ-বিষ ছড়াচ্ছেন, তাতে বাংলার সুস্থ রুচিশীল মানুষ তাঁকে আরও বেশি উপেক্ষা করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। বিজেপিতে গিয়ে তাঁর এই ধরনের তীব্র ঘৃণা-ভাষণ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই। আর সামনেই আসছে বিধানসভা নির্বাচন। তবে উল্লেখ্য, তাঁর এখনকার মতো এত বিষ-মেশানো কদর্য ভেদ-ভাষা বিজেপি নেতাদের অনেকেই ব্যবহার করেন না।

শুভেন্দু কাকে 'হিন্দু-বিরোধী-সরকার' বলছেন! উনি কি জানেন না, এই সরকারের আমলেই কিন্তু দিঘায় জগন্নাথ মন্দির থেকে শুরু করে পুজোর মণ্ডপগুলোতে অনুদান, পুজো কার্নিভাল, পুরোহিতদের ভাতা প্রভৃতি চালু হয়েছে! উনি কি পরিসংখ্যান দেখে এটুকু বুঝতে পারেননি, বিধানসভায় থাকা ৬ ভাগের প্রায় ৫ ভাগ বিধায়কই অমুসলিম! তাছাড়া যে রাজ্যের সরকারি এবং সরকার পোষিত বিভিন্ন সংস্থা বা কমিটিতে ১০ ভাগের ৮ ভাগ সদস্য এবং তাদের অধিকাংশ প্রধান পরিচালকই অমুসলিম! তাহলে, সেই সরকার কীভাবে হিন্দু বিরোধী হতে পারে! এ সহজ সত্য কি আমজনতা বোঝে না! সুতরাং, উনি যে দৃষ্টি ঘোরাবার চেষ্টা করছেন এটাই স্বাভাবিক। কদিন আগে দেখলেন না, মাদ্রাসা নিয়ে তাঁর করা 'জঙ্গি' মন্তব্য! উনি ভেবেছিলেন এটা পাবলিক খুব খাবে হয়তো, কিন্তু যখন দেখলেন আরে বাবা, এ তো উল্টো হয়ে গেছে। মাদ্রাসায় বহু হিন্দু ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী রয়েছেন। তখন তিনি স্বাভাবিক ভাবেই নীরব হয়ে গেলেন! এবারও হবেন ।

অনেকে আবার এ প্রশ্নও তুলছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে, তার পিছনে কোনও ইন্ধন নেই তো আবার! যা হয়ত এভাবেই রাজনীতিতে ব্যবহার করার সুবর্ণ সুযোগ হয়ে উঠবে । শুভেন্দু তো মাঝে মাঝেই বাংলাদেশ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। অথচ, এই বাংলাদেশ নিয়ে সর্বাগ্রে বাংলার সরকারে থাকা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীই প্রথম কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। এবং যেহেতু দেশের ব্যাপার, তাই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি দেখার জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে, যেখানে শুভেন্দুবাবুর দলের শাসনক্ষমতায় থাকা দেশের প্রধানমন্ত্রী, তিনি পর্যন্ত তেমন কিছু কড়া পদক্ষেপ নিতে পারছেন না। হয়তো সেখানে দুটি দেশের কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতাও অনেক ক্ষেত্রে বিচার্য। আর সেই জায়গা থেকেই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এরূপ ভূমিকা হয়তো হতে পারে বলেই আমাদের অনুমান। অথচ উনি কিছুতেই এই সার সত্যটুকই বুঝবেন না। উনি যেন-তেন-প্রকারে বাংলাদেশ ইস্যুকে নিয়ে পশ্চিমবাংলায় উসকানিমূলক, বিভেদমূলক ভাষণ দিয়ে হাওয়া গরম করে রাখার চেষ্টা করে গেছেন। আর ওপার বাংলার সব ব্যাপারকেই রাজনীতির আঙিনায় নিয়ে এসে সরকারকে জড়িয়ে দেওয়ার এক অপরিণত মানসিকতার প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন, যা দুর্ভাগ্যজনক।

সুতরাং, তাঁর এসব কিছুই রাজনীতির বেড়াজালে সকলকে আচ্ছন্ন করার নির্মম প্রয়াস মাত্র। সুধী মননশীল মানুষ জেগে না উঠলে দেশ তথা সামাজিক কাঠামো বিপন্নতার মুখোমুখি হবে শীঘ্রই! কেউ ছাড়া পাব না তখন। চোখের সামনে হয়ত অনেক দুঃসহ বেদনাদায়ক ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। দেশপ্রেমিকদের রক্ত-ঘামেও কি ধর্ম খুঁজতে হবে এখন! নাম-বদলের রাজনীতিতে সত্যিই কি সত্য ইতিহাসকে মুছে দেওয়া যায়! রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দের বাংলা কি হেরে যাবে?

বিভেদ-বিদ্বেষের রাজনীতির বিরুদ্ধে নিন্দা আর ঘৃণা ঝরে পড়ুক কলমের কালিতে! কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হোক প্রতিবাদ!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাঁশদ্রোণীর পুরবাজারের সামনের এলাকার সৌন্দর্যায়ন ও সেলফি জোন। আজ সন্ধ্যায় এর উদ্বোধন করবেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তাঁর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকায় গড়ে উঠেছে এই প্রকল্প

কেন্দ্রের রিপোর্ট ■ সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হল নয়া পালক

বাংলা সর্বাপেক্ষা কর্মক্ষম রাজ্য

প্রতিবেদন : বাংলার উন্নয়ন, বাংলার অগ্রগতি মানতে চায় না কেন্দ্রের বিজেপি। বঙ্গ বিজেপি তো বাংলার ভাল চাইতেই পারে না! পদে পদে বাংলাকে বিপদে ফেলতে চায় বাংলা-বিদ্বেষী বিজেপি। কিন্তু কেন্দ্রের রিপোর্ট তারা উপেক্ষা করবে কী করে! কেন্দ্রের রিপোর্টেই বাংলা উচ্চকর্মক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আরও একটি পালক জুড়েছে বাংলার সাফল্যের মুকুটে।

বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকার কর্মে বিশ্বাসী। কর্ম করে গেলে ফল মিলবেই। বাংলায় উন্নয়নের যে কর্মযজ্ঞ চলছে, তা উপেক্ষা করার সাধ্যি কেন্দ্রের সরকারের নেই। তাই বিজেপি নেতারা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলেও কেন্দ্রের রিপোর্ট বলে অন্য কথা। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রক প্রতি বছর দেশের কোন রাজ্য কেমন কাজ করছে তার উপর একটি রিপোর্ট তৈরি করে। কাজের

মূল্যায়নের নিরিখে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের দেওয়া রিপোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নতুন স্বীকৃতি পেল। কেন্দ্রের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গকে 'হাই পারফর্মিং স্টেট' বা উচ্চকর্মক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্যের তকমা দেওয়া হল।

মোট ৬টি বিষয়ের নিরিখে রাজ্যগুলির মূল্যায়ন করা হয়েছে। ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫৬.৫২ নম্বর পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এই মূল্যায়নই প্রমাণ করে বাংলা উন্নয়নমূলক কাজের শীর্ষে। আর কেন্দ্রের মূল্যায়নে একের পর এক বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলির করুণ অবস্থা। শান্তিপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচন, এসসি-এসটি এবং নারী সংরক্ষণের নিয়ম মানা, নিয়মিত অডিট, টাকা খরচে স্বচ্ছতা ও উন্নয়নের নিরিখে মূল্যায়ন করা হয়েছে। পঞ্চায়েতগুলি নিজস্ব আয় বাড়াতে কতটা বেড়েছে সেটাও খতিয়ে দেখা হয়। তার বিচারেই বাংলা পায় উচ্চকর্মক্ষম রাজ্যের তকমা। এছাড়াও বাংলায় পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা বণ্টন এবং সেই টাকা কেমনভাবে খরচ করা হয়েছে, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হয়। এছাড়া জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ নেওয়া, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামো বিভাগেও বাংলা ৭০.৬৩ নম্বর পেয়ে বড় সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলা ছাড়াও পাঁচটি রাজ্য হাই পারফর্মিং স্টেট-এর তকমা পেয়েছে।

■ রবীন্দ্র সদন নন্দন প্রাঙ্গণে শুরু হল তিনদিনব্যাপী দলিত সাহিত্য উৎসব। বুধবার বাংলা অ্যাকাডেমি সভাঘরে উৎসবের উদ্বোধন করেন সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মনোরঞ্জন ব্যাপারী-সহ অন্যরা।

সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ে আমতায় ৭ কিমি নতুন রাস্তা

সংবাদদাতা, হাওড়া : আমতার বাকসি জিরো পয়েন্ট থেকে শরৎ মোড় পর্যন্ত প্রায় ৭ কিমি নতুন রাস্তার তৈরির কাজ শুরু হল। সোমবার এই রাস্তা তৈরির কাজের সূচনা করলেন বিধায়ক সুকান্ত পাল। সাড়ে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তাটি তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে ৫ কিমি পিচের এবং ২ কিমি রাস্তা কংক্রিটের হবে। ১০ ফুট চওড়া এই রাস্তাটি থেকে উপকৃত হবেন এলাকার প্রায় ১০-১২ হাজার মানুষ। রাস্তাটি আমতা বিধানসভার বাকসিহাট ও কল্যাণপুর পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবে। বিধায়ক সুকান্ত পাল জানান, '৬-৭ মাসের মধ্যে রাস্তাটি পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে। রাস্তাটি তৈরির জন্য এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। সেই দাবি মেনে এদিন এটি তৈরির কাজ শুরু হল। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে রাস্তাটি তৈরি হচ্ছে।' রাজ্য সরকারের তরফে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হওয়ায় বেজায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

■ শুরু হল রাস্তা তৈরির কাজ। উদ্বোধনে স্থানীয় বিধায়ক সুকান্ত পাল।

সপ্তাহান্তে বাড়বে তাপমাত্রা

প্রতিবেদন : শীতের আমেজ কাটতে না কাটতেই ফের বৃষ্টির ভ্রুকুটি। বুধবার আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, আজ বৃহস্পতিবার থেকে উত্তরের পার্বত্য এলাকায় ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা। হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকাতেও। শুক্রবার তুষারপাতের সম্ভাবনা আরও বেশি। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ের মতো জেলায়। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে রবিবার পর্যন্ত তাপমাত্রা কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। সপ্তাহের শেষে আরও বাড়বে তাপমাত্রা। মার্চ মাসের শুরুতে কলকাতার তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসও ছুঁয়ে ফেলতে পারে। উত্তরে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও দক্ষিণের জেলাগুলিতে আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা ও বেলা বাড়লে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রা একই থাকবে। সপ্তাহের শেষদিকে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

■ রবীন্দ্র সদনে 'ভিন্ন জগৎ, অন্য শিল্পী' অনুষ্ঠানের সূচনা। ছিলেন মেয়র পারিষদ অসীম বসু, পুরপ্রধান ডাঃ পল্লব দাস, কাউন্সিলর মৌসুমী দাস, নিউরো সার্জন ডাঃ অমিতাভ চন্দ এবং সুরশ্রুতির সম্পাদক সুস্মিতা দাশ। বুধবার।

কোকোর রক্তে প্রাণ বাঁচল লিও-র
কলকাতায় পোষ্যের সফল রক্তদান

প্রতিবেদন : রক্তের জটিল রোগে আক্রান্ত দশমাসের লিও। লিও বাঁচবে কী করে? কোথায় মিলবে রক্ত? ঠিক সেই সময়েই সারমেয় লিও-র জীবন বাঁচাতে রক্ত দিল আরেক সারমেয় কোকো। পথ দেখাল শহরের পশু চিকিৎসাকেন্দ্র। পোষ্যদের রক্তদানের এই অভিনব উদ্যোগ ফেসবুকে শেয়ার করলেন প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। সুস্থতাও কামনা করলেন দুই পোষ্যের। সত্যজিৎ বিদ্যার্থীর ১০ মাসের পুরুষ ডোবারম্যান লিও জটিল রোগে আক্রান্ত। রক্তের প্রয়োজন তার। হিমোগ্লোবিন নেমে গিয়েছে ৩-এ। এই পরিস্থিতিতে তাকে নিয়ে আসা হয় প্রতীপ চক্রবর্তীর অ্যানিম্যাল হেলথ প্যাথোলজিকাল ল্যাবে। রক্ত দিতে এগিয়ে আসেন ঋষিকান্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর ১০ বছরের গোল্ডেন রিট্রিভর কোকো রক্তদান করে। কোকোর রক্তে সুস্থ হয়ে ওঠে লিও। এই রক্তদান পথ দেখায় নতুন চিকিৎসার।

■ অসুস্থ লিওর জন্য রক্ত দিচ্ছে কোকো। ডানদিকে চিকিৎসা চলছে লিওর। বুধবার।

লিও-র এখনও ডায়ালিসিস, কেমোথেরাপির প্রয়োজন। সম্পূর্ণ চিকিৎসা হবে এই পশু চিকিৎসাকেন্দ্রেই। আর্ত মানুষের প্রাণ বাঁচাতে রক্তদানে বারবার শহরের মানবিক মুখ দেখা যায়। তবে পোষ্যের জন্য এমন সুযোগ পাওয়া অনেক সময়ই উপযুক্ত পশু চিকিৎসাকেন্দ্র ও মানবিক পোষ্য অভিভাবকদের অভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এবার সেই পথ দেখাচ্ছে অ্যানিম্যাল হেলথ প্যাথোলজিকাল ল্যাব। এই রক্তদান সফল হওয়ার পর কুণাল ঘোষ দুই সারমেয় ও তাদের চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্দেশে লেখেন, পোষ্যদের চিকিৎসার আধুনিক সব যন্ত্র বসিয়েছেন প্রতীপ। কিছুদিন আগেই এটির একটি শাখার উদ্বোধনে গিয়েছিলাম। সেই ইউনিট যে এত জটিল চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে, জেনে একজন পোষ্যপ্রেমী হিসেবে ভাল লাগল। প্রতীপ এবং টিমকে শুভেচ্ছা। কোকোকে আদর। লিও সুস্থ থাকুক।

ভুয়ো কলসেন্টার, ধৃত চার

প্রতিবেদন: ফের শহরে ভুয়ো কলসেন্টারের পর্দাফাঁস করল পুলিশ। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই প্রতারণা চক্রের চারজনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করল পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে গার্ডেরিচ থানা এলাকার ডেরা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তল্লাশিতে মোট ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার ধৃতদের আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরে অভিযোগ আসছিল গার্ডেনরিচ থানা এলাকায় আয়রন গেট রোডের হোয়াইট হাউস নামের একটি বিল্ডিংয়ে ভুয়ো কল সেন্টার খুলে চলছে প্রতারণাচক্র। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। তখনই পুলিশের জালে ধরে পড়ে ইউসুফ খান, মুর্শিল খান, জাস্টিন পাল ও মহম্মদ শাহরুখ নামের চার যুবক। প্রত্যেকের বয়স তিরিশের মধ্যে। ধৃতদের থেকে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা-সহ বিপুল অঙ্কের সোনার গহনাও উদ্ধার করা হয়েছে। সঙ্গে কয়েকটি ল্যাপটপ, রাউটার ও নথিপত্রও মিলেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দশমের ফাইনাল, নয়া নিয়ম সিবিএসইর

প্রতিবেদন: ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে বছর নষ্ট না হয় সে কারণে দশমের ফাইনালের ক্ষেত্রে বড় সিদ্ধান্ত নিল সিবিএসই। জানানো হয়েছে এবার থেকে দশম শ্রেণির পরীক্ষায় পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয়ে যদি কোনও পরীক্ষার্থী পাস করতে না পারে তাহলে সংশ্লিষ্ট বছর সে আবার পরীক্ষায় বসতে পারবে। সেক্ষেত্রে বছর নষ্ট হওয়ার কোনও ভয় থাকবে না। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে তৈরি হয়েছে খসড়া। আগামী ৯ মার্চ পর্যন্ত খসড়া প্রস্তাবের ওপর মতামত জানাতে পারবে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ। তারপরই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। খসড়ায় জানানো হয়েছে, ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চের মধ্যে পরীক্ষা নিতে হবে। ফল প্রকাশ করতে হবে কুড়ি এপ্রিলের মধ্যে। যে সমস্ত পরীক্ষার্থী একটি বিষয়ে ফেল করবে তাদের দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকবে। সেই পরীক্ষা নিতে হবে ৩০ মের মধ্যে। দ্বিতীয় পরীক্ষার পরেই চূড়ান্ত রেজাল্ট দেওয়া হবে পরীক্ষার্থীদের।

রিজেন্ট পার্কে যুবকের দেহ উদ্ধার

প্রতিবেদন : রিজেন্ট পার্ক এলাকায় মধ্যরাতে এক যুবকের দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। দেহের পাশে পড়েছিল একটি হেলমেট। মৃত যুবক অনুপ মণ্ডল। তিনি হরিদেবপুরের বাসিন্দা। কিন্তু কীভাবে তিনি রিজেন্ট পার্ক এলাকায় এলেন ও কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তা নিয়ে রয়েছে ধন্দ।

মঙ্গলবার রাত পৌনে তিনটে নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারাই রাস্তার উপর যুবককে পড়ে থাকতে দেখেন। বয়স ৩৫ বছরের কাছাকাছি। খবর দেওয়া হয় রিজেন্ট পার্ক থানায়। মৃত যুবকের পাশে হেলমেট পাওয়া গেলেও কোনও বাইক ছিল না। প্রশ্ন শুধু হেলমেট নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন যুবক। বাইকটিই বা কোথায় গেল? পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালের সিসিইউ বিভাগের এক সাফাই কর্মীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। অভিযোগ পেয়ে এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ

১০০ ডায়ালে ফোন, ট্রাফিক সার্জেন্টের তৎপরতায় বাঁচলেন হৃদরোগে আক্রান্ত

প্রতিবেদন : গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎই বুকে ব্যথা। ফোন নিয়ে কোনওক্রমে ১০০ ডায়ালে ফোন করলেন চালক। কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জেন্ট ছুটে এলেন তড়িঘড়ি। সময় নষ্ট না করে সোজা নিয়ে যান হাসপাতালে। প্রাণ ফিরে পেলেন হৃদরোগে আক্রান্ত যুবক। সোমবার রাতে এজেসি বোস রোড-মা ফ্লাইওভারের মাঝে ঘটনা। ব্যস্ত রাস্তায় পর পর এগিয়ে চলেছে গাড়ি। হঠাৎই একটি গাড়ির ব্রেক কষেন চালক। সিটে থাকা মোবাইলে তড়িঘড়ি ১০০ নম্বরে ডায়াল করেন। শুধু একটা কথাই বলেছিলেন— বুকে ব্যথা, অসুস্থবোধ করছি। আর কথা বলতে পারেননি। এরপর ওই ব্যক্তির মোবাইল লোকেশন দেখে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন পার্ক সার্কাস ৭ পয়েন্টে কর্তব্যরত সার্জেন্ট স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হোমগার্ড কমল মাহাতো ও দুই সিভিক ভলান্টিয়ার শিবনাথ মণ্ডল ও রফিকুল গাজি। তাঁরা পৌঁছে দেখেন ওই চালক সিটে বসে বুকের ব্যথায় কাতরাচ্ছেন। তড়ঘড়ি তাঁকে ফ্লাইওভার থেকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী ইসলামিয়া হাসপাতালে। ভর্তি করা হয় অসুস্থ ব্যক্তিকে। ততক্ষণে খবর দেওয়া হয় ওই ব্যক্তির বাড়িতেও। চিকিৎসক জানান, ওই গাড়িচালক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে পুলিশের তৎপরতায় গোল্ডেন আওয়ারের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে আসায় বেঁচে গিয়েছেন যুবক। তিনি বিপন্মুক্ত ও সুস্থ হয়ে উঠছেন। এই ঘটনায় গাড়িচালক এবং তাঁর পরিবার কলকাতা ট্রাফিক পুলিশকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

■ ট্রাফিক সার্জেন্ট স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায়। বাঁ-দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত যুবক।

মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে তারকেশ্বরে ভক্তদের ঢল

সংবাদদাতা, হুগলি : বুধবার হুগলির শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে মহাসমারোহে পালিত হল শিবরাত্রি। ভোর থেকেই কাতারে কাতারে ভক্ত তারকেশ্বর মন্দিরে উপস্থিত হন। শিবের মাথায় দুধ, গঙ্গাজল সহযোগে পুজো দেন। শিবরাত্রি উপলক্ষে সারারাত মন্দিরের দ্বার খোলা থাকে। এই দিন বাবা তারকনাথকে কোনও ভোগ নিবেদন করা হয় না। ফল, মধু, মিষ্টি, দুধ, ছানাই নৈবেদ্য হিসেবে দেওয়া হয়। এদিন সন্ধ্যা আরতি হয় না, সন্ধ্যায় তারকেশ্বরের মহন্ত মহারাজ বাবা তারকনাথের পুজো করেন। কথিত আছে, এই দিন শিব-পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তারকেশ্বরে শিব-পার্বতীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় নীল ষষ্ঠীর দিন। বুধবার সকাল থেকে শিবরাত্রি উপলক্ষে ভক্তদের ঢল নেমেছে। শুধু এ রাজ্য নয়, ভিনরাজ্য থেকেও বহু মানুষ শিবরাত্রি উপলক্ষে বাবা তারকনাথের দর্শনে আসেন। শেওড়াফুলির গঙ্গা থেকে বহু ভক্ত বাঁকে করে জল নিয়ে হেঁটেও আসেন পূণ্য লাভের আশায়।

■ তারকেশ্বরে মহিলা ভক্তদের ভিড়।

৬ মার্চ থেকে চতুর্থ দফার কাউন্সেলিং

প্রতিবেদন : ৬ মার্চ থেকে শুরু হবে উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের চতুর্থ দফার কাউন্সেলিং। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল স্কুল সার্ভিস কমিশন। কোন স্কুলে কোন বিষয়ের জন্য কাউন্সেলিং হবে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেওয়া হবে আজ অর্থাৎ ২৭ ফেব্রুয়ারি। এসএসসি সূত্রের খবর, চতুর্থ দফায় ডাকা হবে ২৬১ জনকে, যার মধ্যে সুপারিশপত্র গ্রহণ করেছেন ৯,১৯৪ জন প্রার্থী। গত বছর দুর্গাপুজোর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া। গত তিন দফায় কাউন্সেলিং-এ ডাকা হয়েছিল মোট ১২০৬৮ জনকে।

■ শ্রীভূমি গান্ধী সেবাসদন হাসপাতালে সিটি স্ক্যান মেশিনের উদ্বোধনে মন্ত্রী সুজিত বসু।

প্রণয়ের নির্দেশেই খুন করে প্রসূন

প্রতিবেদন : ট্যাংরার নির্মম হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী প্রণয়ই। তার নির্দেশে প্রসূন খুন করে নিজের স্ত্রী ও বৌদিকে। বুধবার পুলিশি জেরার মুখে দে পরিবারের বড় ভাই প্রণয় দে স্বীকার করে নেন সেই কথা। প্রণয়ের ছেলে প্রতীপ আগেই পুলিশকে জানিয়েছিল, তাঁর কাকা অর্থাৎ প্রসূন খুন করেছে মা ও কাকিমাকে। কিন্তু কখন হাতের শিরা কাটা হয়, সে তথ্য দিতে পারেনি প্রতীপ। এদিন প্রণয়কে জেরা করে সেই মিসিং লিঙ্ক খুঁজে পেয়েছে পুলিশ।

প্রণয় জেরার মুখে এদিন স্বীকার করে নেন, সে-ই নির্দেশ দিয়েছিল প্রসূনকে। সেইমতো প্রসূন ট্যাংরার দে পরিবারের দুই বধূ রোমি দে ও সুদেষ্ণা দে হাতের শিরা কেটে খুন করে। আর ১৪ বছরের কিশোরী প্রসূনের মেয়ে প্রিয়ম্বদার মৃত্যু হয় বিষ-পায়েস খেয়েই। যদিও তাকেও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল বলে জানায় প্রতীপ। কাকা প্রসূনই দিদি প্রিয়ম্বদাকে মারধর করে সেই বিষ মেশানো পায়েস খাওয়ায়। রোমি ও সুদেষ্ণার মৃত্যু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টেও তা উঠে আসে। এদিন স্পষ্ট হয়ে যায় প্রণয় ও প্রসূন উভয়েই দায়ী তিনজনের মৃত্যুর জন্য। শুধুমাত্র প্রসূন নয়, জড়িত প্রণয়ও। তিনজনকেই আরও জেরা করা প্রয়োজন। প্রণয় আরও জানায়, বিষ মেশানো পায়েস সবাই খেয়েছিল। কিন্তু তাদের কিছু হয়নি। আচ্ছন্ন ছিল দুই বধূ। তারপরই তাদের হাতের শিরা কেটে খুনের সিদ্ধান্ত।

■ বনগাঁর পুরপ্রধান গোপাল শেঠের উপস্থিতিতে পুরসভার ২২টি ওয়ার্ডে স্বজনহারা পরিবারের হাতে নগদ ৪০ হাজার টাকা, শীতবস্ত্র ও মিষ্টি তুলে দেওয়া হয়। মোট ১১৫টি পরিবার টাকা পেয়েছে বলে জানান পুরপ্রধান গোপাল শেঠ।

মামলা থেকে সরলেন বিচারপতি বসু

প্রতিবেদন : জোড়া মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। প্রথমে তিনি জিটিএ নিয়োগ মামলা থেকে সরে দাঁড়ান। তারপর সরে দাঁড়ান বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট সংক্রান্ত মামলা থেকে। বুধবার এজলাসে তখন ওই মামলাটির শুনানি চলছিল। মামলা চলাকালীনই তিনি সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত জানান। এভাবেই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে জোড়া মামলা থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেন বিচারপতি বসু।

সিম জালিয়াতি, গ্রেফতার আট

প্রতিবেদন: রাস্তায় ওপর কিয়স্ক খুলে দেদার সিম বিক্রির নামে গ্রাহকদের আঙুলের ছাপ নেওয়া। আর এই ছাপ নিয়েই সক্রিয় করা হতো একাধিক সিম কার্ড। পরে ওইসব ভুয়ো সিমকার্ড পৌঁছে যেত দেশ-বিদেশের সাইবার প্রতারকদের হাতে। ভুয়ো সিম ব্যবহার করে চলছিল প্রতারণাচক্র। সম্প্রতি এই চক্রের হদিশ পান লালবাজার সাইবার ক্রাইম শাখা। শহরের বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে ৮ বিক্রেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে বাগুইআটির এক দম্পতি দেবলীনা চক্রবর্তী ও অনির্বান সাহা রয়েছেন। বুধবার কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ) রুপেশ কুমার জানান, ধৃতরা সিমকার্ড বিক্রি করতেন। অন স্পট সিমকার্ড সক্রিয় করতে গ্রাহকদের আঙুলের ছাপ নেওয়া হত। পরে তা দিয়ে একাধিক সিমকার্ড সক্রিয় করা হত এবং সেগুলি প্রতারকদের সরবরাহ করতেন। সবথেকে বেশি সিমকার্ড প্রতারকদের সরবরাহ করেন দেবলীনা চক্রবর্তী। স্বামীর সঙ্গে মিলে এই চক্র চালাচ্ছিলেন। এভাবে বিদেশে কত ভুয়ো সিমকার্ড গিয়েছে তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। মঙ্গলবারই দেবলীনা ও তাঁর স্বামী সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে লালবাজার সাইবার ক্রাইম শাখা। বুধবার তপসিয়া ও বেলেঘাটায় হানা দিয়ে আরও চার সিমকার্ড বিক্রেতাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম সজল মণ্ডল (৩৩), অরিজিৎ রায় (৩৩), মহম্মদ রেজা (২২) ও রাজেশ মাহাতো (২৮)। এখনও পর্যন্ত ৭০০-র বেশি এরকম সিমকার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

আইটিআই পড়ুয়ারা জাতীয় স্তরে উজ্জ্বল করছে বাংলার মুখ

প্রতিবেদন : প্রতি বছর বাংলার আইটিআই পড়ুয়ারা জাতীয়স্তরের পরীক্ষায় রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করছেন। তাঁদের শিরোপা আনার পিছনে থাকে কঠোর পরিশ্রম। মঙ্গলবার মগরাহাট ২ গভঃ আইটিআই-এর আয়োজনে ছিল তারই এক ঝলক। বার্ষিক অনুষ্ঠানে কর্তৃপক্ষ আয়োজন করেছিল স্কিল কম্পিটিশন টেকনিক্যাল ফেস্টের। সেখানে ৭টি বিভাগের পড়ুয়ারা অংশ নেন। তাঁদের তৈরি বিভিন্ন রেপ্লিকা প্রদর্শিত হয়। দেখা যায়, অটোমেটিক রেলগেট, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়াম, যুদ্ধে ব্যবহৃত আর্মিদের গাড়ি, ক্ষুদিরাম বসু ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট -সহ একের পর এক রেপ্লিকা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নমিতা সাহা, বিডিও তুহিনশুভ্র মোহান্তি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুনা ইয়াসমিন, সহ-সভাপতি সেলিম লস্কর, প্রিন্সিপাল সুখেন্দু নাইয়া-সহ বিভাগীয় প্রশিক্ষকরা। তাঁরা ঘুরে দেখেন প্রদর্শিত এলাকা। ফিটার বিভাগের পড়ুয়াদের তৈরি পেট্রোলচালিত ৪ চাকা গাড়ি প্রথম স্থান দখল করে। দ্বিতীয় হয় ইলেকট্রনিক্স মেকানিক এবং তৃতীয় স্থানে জায়গায় করে নেয় রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেডের প্রোজেক্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়াম। বিধায়ক নমিতা সাহা বলেন, ২০২২ সালে সর্বভারতীয় আইটিআই পরীক্ষাতে সামগ্রিক ফলের হিসাবে শীর্ষস্থানে ছিল বাংলা। প্রথম ৫০ জনের তালিকায় রাজ্যের শিক্ষার্থীরা স্থান পেয়েছিলেন। সেই তালিকায় ছিলেন এই আইটিআই-এর পড়ুয়া তহমিনা খাতুনও। কারিগরি শিক্ষায় ফি বছর দেশে বাংলার ছেলেমেয়েদের অবদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান তিনি। তাঁর উদ্যোগে জেলায় বেড়েছে আইটিআই। উন্নত পরিকাঠামো পেয়ে ফি বছর সাফল্য। ২০২৪ সালে অল ইন্ডিয়া ট্রেড টেস্টে শীর্ষ স্থানে থাকা ২৮ জনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে বাংলার ১১ জনই। ২০২৩-এ পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৮ জন তালিকার শীর্ষে ছিলেন।

■ প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন বিধায়ক, বিডিওরা।

আফ্রিকার ফুটবলারকে দেশে ফেরানোর নির্দেশ আদালতের

প্রতিবেদন : আফ্রিকার গিনি বিশাও থেকে ফুটবল খেলতে শহরে এসেছিলেন ক্যামেরা ফোফানা উসুমানে। করোনার সময় উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতিতে তিনি গ্রেফতার হন। চাইলেও নিজের দেশে ফিরতে পারেননি। এই মামলায় ক্ষতিপূরণ-সহ ফুটবলারকে দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সম্প্রতি জামিনের ও দেশে ফেরার আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন উসুমানে। আদালত জানায়, ওই ফুটবলারকে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ২০২০ সালের ৬ জানুয়ারি ছ'মাসের ভিসা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসেন তিনি। ওই বছরের ৫ জুলাই তাঁর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় সরকার ভিসার মেয়াদ ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। এবং এর মধ্যে দেশে ফিরে যাওয়ার কথা জানিয়ে দেয়। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির জন্য বাংলায় থেকে যান উসুমানে। 'অবৈধ ভাবে' থাকার জন্য উসুমানে গ্রেফতার হয়। সেই থেকে পুলিশ হেফাজতেই ছিলেন তিনি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

27 February, 2025 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বৃহস্পতিবার

ফের ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল কালিয়াচকের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের যজ্ঞেশ্বরীতে। মৃত যুবকের নাম মোহাম্মদ সায়েদ আলি (২৮)

চুরিকাণ্ডে ধৃত ৩

■ ফুলবাড়িতে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরির ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করল এনজেপি থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত শনিবার গামছা দিয়ে সিসি ক্যামেরা ঢেকে ফুলবাড়ির আমায়দিঘি এলাকার ব্যবসায়ীর বাড়িতে লুঠাপাঠ চালায় দুষ্কৃতীরা। নগদ চার লক্ষ টাকা-সহ সোনার অলঙ্কার ও পাঁচটি মোবাইল ফোন নিয়ে চম্পট দেয়। অভযোগ জানান বাড়ির মালিক তারিকুল ইসলাম। তদন্তে নেমে পূর্ব আমাইদিঘি থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয় ধৃতদের।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

■ লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দুই জনের। এই ঘটনায় আহত হয়েছে একজন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে কালিয়াচক থানার সালেপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,কালিয়াচক থেকে একটি বাইক করে তিনজন মালদহের দিকে যাচ্ছিল।হঠাৎ সালেপুর এলাকায় টোটোর সঙ্গে বাইকের ধাক্কা লাগে। ছিটকে পড়ে যায় একটি ডাম্পারের নিচে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুজনের। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘাতক লরির চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছএ পুলিশ।

হলদিবাড়ি বইমেলা

■ হলদিবাড়িতে মঙ্গলবার থেকে বানাচাঁদ স্কুল প্রাঙ্গণে শুরু হল হলদিবাড়ি বইমেলা। মঙ্গলবার থেকে বই মেলা শুরু হয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার পর্যন্ত এই বই মেলা চলবে। মঙ্গলবার বইমেলার উদ্বোধন করেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জ-এর মহকুমা শাসক অতনু মণ্ডল, প্রাক্তন শিক্ষক মৃণালকান্তি সরকার প্রমুখ। বইমেলায় প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান এবং সাহিত্য, কবিতা পাঠের আসর ও পাড়া ভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে। প্রথম দিন বই-এর জন্য হাঁটার মাধ্যমে রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ থেকে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উল্লেখ্য হলদিবাড়ির এই বইমেলা কোচবিহার জেলাবাসীর আবেগ। শুধু বইয়ের সম্ভারই নয়, নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সেজে ওঠে মেলা।

বাল্যবিবাহ রোধে শংসাপত্রে সচেতনতার বার্তা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: বাল্যবিবাহ রুখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে চলছে শিবির। স্কুলগুলিতেও চালানো হচ্ছে প্রচার। কিন্তু তার পরেও বাল্যবিবাহের ঘটনা সামনে এসেছে। যদিও খবর পেলেই ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন। এবার বাল্যবিবাহ এবং থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়তে অভিনব উদ্যোগ নিল উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ব্লকের ১২ নং বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। কী এই উদ্যোগ? বিভিন্ন সময়ে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে সাধারণ মানুষজন প্রয়োজনীয় শংসাপত্র নিতে আসেন। সেই শংসাপত্রের নিচে সামাজিক বার্তা থাকছে। কী লেখা থাকছে শংসাপত্রে? বাল্যবিবাহ রোধে শংসাপত্রের নিচে লেখা থাকছে, গ্রাম পঞ্চায়েতের যদি হয় ১৮ বছরের নিচে বিয়ে, কল করো ১০৯৮ হেল্পলাইন নম্বরে। আবার থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়তে লেখা থাকছে, বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করুন, থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ুন। এর ফলে পঞ্চায়েত থেকে যেকোনও শংসাপত্র সংগ্রহ করতে এসেই এই বার্তা পাচ্ছেন প্রতিটি গ্রাহক। ঘরে ঘরে সচেতনতা পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভবানন্দ বর্মন। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহের প্রবণতা এখনও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে। বাল্যবিবাহ রুখতে রাজ্য সরকার প্রচুর প্রকল্প তৈরি করেছে। বাল্যবিবাহ শুধু সামাজিক ভাবেই নয় নাবালিকা মেয়েদের শারীরিক নানা সমস্যায় পড়তে হয়। কম বয়সে সন্তান প্রসবে ঘটছে মৃত্যুও। বাল্যবিবাহ এবং সেই সঙ্গে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক হারে সচেতনতা করতে এই ভাবনা গ্রহণ করা। গ্রাম পঞ্চায়েতের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। পঞ্চায়েতের এ ধরনের উদ্যোগের ফলে বাল্যবিবাহ এবং থ্যালাসেমিয়া রোখা অনেকাংশে সম্ভব হবে বলে আশাবাদী তাঁরা।

■ নিচে লেখা রয়েছে সচেতনতার বার্তা, শংসাপত্র হাতে তুলে দেওয়ার সময় গ্রাহককে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

মাদকের কারবার ভেস্তে দিল পুলিশ

■ শিলিগুড়িতে ওষুধের দোকানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: ওষুধের দোকানের আড়ালে মাদক কারবার ভেস্ত দিল পুলিশ। শিলিগুড়ির ঘটনা। জাল ওষুধ বিক্রির অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম অনীক দাস। অভিযোগ পেয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অনীকের ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল ভক্তিনগর থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইং এর পুলিশ। ধৃত অনীক দাস শিলিগুড়ির ২২ নম্বর ওয়ার্ডের রথখোলা মাঠের পাশের রবীন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা, অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই ওষুধের দোকানের আড়ালে নিষিদ্ধ মাদকের কারবার চালাচ্ছিল অনীক। বুধবার বিকেলে ভক্তিনগর থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইং-এর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করল। অনিকের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১৪০০ নিষিদ্ধ ট্যাবলেট এবং ক্যাপসুল। জানা গিয়েছে ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত আইটিআই রোডে একটি ওষুধের দোকানের আড়ালে এই মাদকের কারবার চালাচ্ছিল সে। এদিন স্পেসিফিক খবরের ভিত্তিতে অনীকের ডেরায় হানা দেয় পুলিশ। হাতেনাতে গ্রেফতার অনীক। বৃহস্পতিবার ধৃতকে পাঠানো হবে জলপাইগুড়ি আদালতে।

বিধায়কের উদ্যোগ

প্রতিবেদন: রাজাভাতখাওয়া প্রবেশ গেটে পুণ্যার্থীদের জন্য নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। যাঁরা জয়ন্তী মহাকাল ধামে আসেন তাঁদের সকলকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। বুধবার শিবরাত্রীর দিন আলিপুরদুয়ারে বক্সা টাইগার রিজার্ভের অন্তর্গত জয়ন্তীর বড় মহাকাল মন্দিরে প্রচুর মানুষ

■ স্বাস্থ্যশিবিরে সুমন কাঞ্জিলাল।

এদিন পুজো দেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যে ও বিভিন্ন জেলা থেকেও অনেকে এখানে আসেন। রাস্তার বিভিন্ন স্থানে পুণ্যার্থীদের পরিষেবা দিতে চলছে ভান্ডার। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, ভাইস চেয়ারম্যান মাম্পি অধিকারী-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব পানীয়জল, শুকনো খাবার বিতরণ করেন।

গ্রামীণ এলাকার সৌন্দর্যায়নে পুরসভার উদ্যোগে পথবাতি

■ তুফানগঞ্জের জমি পরিদর্শনে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : তুফানগঞ্জের গ্রামীণ এলাকায় পর্যাপ্ত পথবাতি বসিয়ে সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। তুফানগঞ্জ ১ পঞ্চায়েতের সমিতির উদ্যোগে অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে পথবাতি বসানোর উদ্যোগ। মারুগঞ্জের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে শনিবার থেকে শুরু হয়েছে পথবাতি বসানোর কাজ। সোমবার এ-ব্যাপারে মারুগঞ্জ এলাকায় গিয়ে জমি পরিদর্শন করলেন তুফানগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি রাজেশ তন্ত্রী। জানা গেছে তুফানগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে ১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে পথবাতি প্রকল্পে। তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের গ্রামীণ এলাকা সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সহকারী সভাপতি রাজেশ তন্ত্রী বলেন, গ্রামের যে বিভিন্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকা গুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল সেই এলাকাগুলিতে পথবাতি বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। পথবাতির আলো জ্বলে উঠতেই হাসি ফুটেছে গ্রামবাসীদের মুখে। রাজেশ তন্ত্রী-সহ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা সোমবার মারুগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পথবাতি বসানোর কাজ সঠিকভাবে চলছে কিনা সে-ব্যাপারে তদারকি করেন ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জনসংযোগ করেন।

সরস্বতীবন্দনা, গায়ত্রী মন্ত্র মুখস্থ ২৩ মাসের শিশুর, গড়ল রেকর্ড

মানস দাস ● মালদহ

স্পষ্ট কথা ফোটেনি। আধো আধো করেই সরস্বতীবন্দনা থেকে গায়ত্রী মন্ত্র বলতে পারে ২৩ মাসের শিশু! আর সেই কারণেই রেকর্ড বুকে নাম উঠল মালদহের বিস্ময় বালক প্রিয়াংশু গুপ্তার। বাড়ি মালদহ শহরের ১১নং ওয়ার্ডের কুতুবপুর মিস্ত্রিপাড়ায়। বাবা প্রদীপ গুপ্তা, মা ব্রততী গুপ্তা। প্রদীপবাবু ও ব্রততীদেবীর একমাত্র সন্তান প্রিয়াংশু। বর্তমানে তার বয়স ১ বছর ১১ মাস। কিন্তু সে ১ বছর ১০ মাস বয়সেই রেকর্ড গড়ে ফেলেছে। নাম তুলেছে ইন্ডিয়া বুক রেকর্ডসে। কারণ ছোট্ট প্রিয়াংশু এই পুচকে বয়সেই দিব্যি এক নাগাড়ে বলতে পারে সরস্বতীবন্দনা থেকে শুরু করে গায়ত্রী মন্ত্র। এছাড়াও ৪০টি পশু-পাখির নাম ইংরেজি ও বাংলায় বলার দক্ষতা রয়েছে তার। শুধু তাই নয় পড়াশোনার আরও নানান জিনিস তার মুখস্থ। যার দৌলতে ছোট্ট প্রিয়াংশু নাম তুলেছে ইন্ডিয়া বুক রেকর্ডসে। স্বভাবতই ছোট্ট প্রিয়াংশুর এই রেকর্ডে উচ্ছ্বসিত তার পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীরা।

■ শংসাপত্র ও মেডেল হাতে ছোট্ট প্রিয়াংশু।

আমার বাংলা
27 February, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বসন্তোৎসব নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক বিশ্বভারতী উপাচার্যের

সংবাদদাতা, বোলপুর : বসন্তোৎসব নিয়ে মঙ্গলবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিনয়কুমার সরেন বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগাম প্রশাসনিক বৈঠক করেন বোলপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রানা মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন থানার ওসি কস্তুরী মুখোপাধ্যায়-সহ অন্য আধিকারিকদের নিয়ে। বৈঠক শেষে উপাচার্য জানান, যেহেতু বিশ্বভারতী নিজস্বভাবে আগামী ১০-১১ মার্চ বসন্ত উৎসব পালন করবে তার নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়। যেহেতু বসন্তোৎসব বিশ্বভারতীর নিজস্ব উৎসব সেখানে কোনওভাবেই বহিরাগত মানুষের অংশগ্রহণের অনুমতি নেই। কিন্তু উৎসাহীরা উৎসব হচ্ছে খবর পেয়ে যদি বিশ্বভারতীর চত্বরে প্রবেশ করতে যায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। তাই নির্বিঘ্নে বসন্তোৎসব পালনের উদ্দেশ্যেই বিশ্বভারতীর তরফে পুলিশের সাহায্য যাওয়া হয়েছে। আম্রকুঞ্জ এলাকায় উৎসব চলাকালীন বহিরাগতদের প্রবেশ রোখার বিষয়ে পুলিশের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়। বসন্তোৎসব চলাকালীন অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে পুলিশ মোতায়ন থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র। এই উৎসবে আমন্ত্রণ পাবেন শুধু বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্তরা। অর্থাৎ বর্তমান ছাত্রছাত্রী ও প্রাক্তনীরা, আশ্রমিক, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং বিশ্বভারতীর শিক্ষক ও শিক্ষককর্মীরা। এঁরা সকলেই বিশ্বভারতীর রীতি মেনে বসন্তোৎসবের নির্দিষ্ট পোশাক পরে আসবেন বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে এবারেও সুষ্ঠুভাবে বসন্তোৎসব পালনে উদ্যোগী হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

■ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে উপাচার্য বিনয়কুমার সরেন। বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে।

■ বুধবার ঝাড়গ্রাম শহরের বিভিন্ন জায়গায় চায়ে পে চর্চায় যোগ দেন সাংসদ কালীপদ সরেন। বাইক নিয়ে ঘুরে এলাকার মানুষজনের নানা সমস্যার কথা শুনলেন তিনি।

শিবরাত্রির স্নানে নেমে তলিয়ে গেল দুই বন্ধু

সংবাদদাতা, কাটোয়া : স্নান করতে নেমে নদীতে তলিয়ে গেলেন দুই যুবক। ঘণ্টা খানেক খোঁজাখুঁজির পর নৌকার মাঝিরা সুমন সাহা (২২) নামে একজনকে উদ্ধার করে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। সুমন কাটোয়া কলেজের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া বলে জানা যায়। অন্যজন অর্ঘ্য সাহার (২৩) খোঁজে কাটোয়া থানার পুলিশ এবং মহকুমা বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দফতরের কর্মীরা যৌথভাবে ডুবুরি নামিয়ে ভাগীরথীতে তল্লাশি চালাচ্ছে। সুমন সাহার বাড়ি বেড়া গ্রামে এবং অর্ঘ্য সাহার বাড়ি দাঁইহাটের দেওয়ানগঞ্জে। প্রত্যক্ষদর্শী সুনীতা সাহা বলেন, তিন বন্ধু শিবরাত্রিতে স্নান করতে ঘাটে এসেছিল। এক বন্ধু পারে বসেছিল, দুজন স্নান করতে নেমেছিল। অনেকক্ষণ ধরে স্নানের পর একজনকে ডুবতে দেখে তাকে বাঁচাতে অপর বন্ধু ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীর গভীরে তলিয়ে যায়।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত দুই

প্রতিবেদন : সোদপুরে স্টেশনে রেললাইন পার হতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ২ মহিলার! ধাক্কা মেরে পরপর ৭টি স্টেশন দেহ টেনে নিয়ে গেল হাটে বাজারে এক্সপ্রেস। নৈহাটি স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ালে উদ্ধার হয় দেহ। বুধবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ সোদপুর স্টেশনের কাছে দুই মহিলাকে ধাক্কা মারে ট্রেনটি। একজন সেখানেই লাইনে ছিটকে পড়েন। অন্যজনের দেহ ইঞ্জিনে লেগে কাউক্যাচারের হুক থেকে ঝুলতে থাকে। সেই অবস্থাতেই ৭টি স্টেশন পার করে ট্রেন থামে নৈহাটি স্টেশনে। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে রেল পুলিশ।

কুলটির হোটেল থেকে উদ্ধার হল ঝুলন্ত দেহ

সংবাদদাতা, আসানসোল : কুলটি থানার কল্যাণেশ্বরী এলাকায় হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ। জানা গিয়েছে, মৃত প্রকাশ সিং রূপনারায়ণপুরের দেশবন্ধু পার্কের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে খবর, গত শনিবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন প্রকাশ। তিনি গৃহঋণ প্রদানকারী এক সংস্থায় কাজ করতেন। বুধবার দুপুরে কল্যাণেশ্বরী এলাকার একটি হোটেলের ঘর থেকে চৌরঙ্গি ফাঁড়ির পুলিশ উদ্ধার করে তাঁর ঝুলন্ত দেহ। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। চলছে তদন্ত।

ব্যাগ ভর্তি বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র বাংলাদেশে পাচার করতে গিয়ে বহরমপুরে ধৃত এক

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : ভারত থেকে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি পাচারের চেষ্টা করতে গিয়ে বুধবার স্টেডিয়াম সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড যাওয়ার রাস্তা থেকে জেলার 'স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ' এবং বহরমপুর থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হল সোহান রেজা (২৪)। তার বাড়ি জলঙ্গির ঘোষপাড়ায়। আগ্নেয়াস্ত্র ভরা ব্যাগ-সহ বমাল ধরা পড়ে সে।উদ্ধার হয় ১৩০ রাউন্ড গুলি, ৮টি ফাঁকা ম্যাগাজিন এবং ৪টি ৭ এমএম পিস্তল উদ্ধার করে পুলিশ। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, সাম্প্রতিককালে সময়ে জেলার কোনও থানা এলাকা থেকে একসঙ্গে এত পরিমাণ গুলি এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়নি। বহরমপুর থানা সূত্রে জানা যায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ ধৃত যুবক জানায় জলঙ্গির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র-গুলি বাংলাদেশে পাচারের পরিকল্পনা ছিল। সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ানের এক অস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি পেয়েছিল। সকালেই বাসে করে ধুলিয়ান থেকে বহরমপুর পৌঁছায়। বাস বদল করে জলঙ্গি যাওয়ার কথা ছিল। ধৃতের ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে বুধবার বহরমপুর আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশের এক শীর্ষকর্তা জানান, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক অশান্তির আবহের সুযোগে সেখানকার কিছু দুষ্কৃতী এবং মৌলবাদী গোষ্ঠী বেআইনিভাবে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি মজুত করছে। ভারতের কিছু অসাধু ব্যক্তির সাহায্য নিচ্ছে। ধৃত সোহান রেজা জলঙ্গির কয়েকজনের সাহায্যে দু'দেশের কাঁটাতারহীন সীমান্ত দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র বাংলাদেশে পাচারের পরিকল্পনা করেছিল।

■ সাংবাদিক বৈঠকে ধৃতকে নিয়ে পুলিশ।

শিবরাত্রির আগে ওড়িশায় গাঁজা পাচার করতে গিয়ে রামনগরে বাস থেকে ধৃত ৩

সংবাদদাতা, কাঁথি : বুধবার ছিল শিবরাত্রি। সেই কারণে গাঁজা পাচারের ছক কষেছিল পাচারকারীরা। কিন্তু তার আগেই মঙ্গলবার রাতে পুলিশের অভিযানে হাতেনাতে ধরা পড়ল বড়সড় গাঁজা পাচারকারীর একটি দল। উদ্ধার হয় ২৫ কেজি গাঁজায়। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর এলাকায় সরকারি বাসে করে পাচার হচ্ছিল গাঁজা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেই বাস থেকে গাঁজা উদ্ধারের পাশাপাশি তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত পাপ্পু চৌধুরি, শকুন্তলা রাজবংশী, লাচ্ছা শর্মারা সকলেই বর্ধমানের বাসিন্দা। বুধবার তাদের কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজত হয়। জানা গিয়েছে, পাচারকারীদের উদ্দেশ্য ছিল ওড়িশার চন্দনেশ্বর মন্দিরে গাঁজা বিক্রির। সেইমতো মঙ্গলবার রাতে দিঘা-বর্ধমান রুটের সরকারি বাসে দুটি ট্রলি ব্যাগ ভর্তি গাঁজা নিয়ে ওঠে দুই মহিলা-সহ এক পুরুষ। খবর পেয়ে রাতেই সেই বাসে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পায় রামনগর থানার পুলিশ।

বাইকের ধাক্কায় শিশুমৃত্যু, পথ অবরোধ

সংবাদদাতা, কাঁথি : মঙ্গলবার বিকেলে জুনপুট-বাঁকিপুট রাজ্য সড়কে একটি শিশুকে পিষে দিয়ে যায় দ্রুতগতির একটি বাইক। ফলে বুধবার সকাল থেকে পর্যাপ্ত পুলিশি নজরদারি ও নিরাপত্তা চেয়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় মানুষ। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাইক চাপা পড়া শিশুটিকে প্রথমে স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্র, পরে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন ওই শিশু শুভদীপ সাহুকে। অবরোধকারী অতনু জানা জানান, 'এখানে অনেকদিন ধরে বাম্পারের দাবি রয়েছে। না থাকায় এভাবে একটি শিশুকে চলে যেতে হল।' এগারোটা পর্যন্ত অবরোধ চলার পর জুনপুট কোস্টাল থানার পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

পিছিয়ে পড়ছে বাঁশের মোড়া, কারিগরেরা চান সরকারি উদ্যোগ

প্রতিবেদন : সহজলভ্য প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার বাড়ার ফলে দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের প্রতাপপুরের মোড়াশিল্প সঙ্কটের মুখে। শিল্পীদের আক্ষেপ, বাঁশের মোড়ার কদর থাকলেও তা গড়তে যে শ্রম লাগে, তার দাম পাওয়া যায় না। তাই এই শিল্পকে বাঁচাতে সরকারি সহযোগিতার আর্জি জানান শিল্পীরা। পাশাপাশি ব্লক প্রশাসন জানায়, এর জন্য নানা পদক্ষেপ করা হচ্ছে। প্রতাপপুর পঞ্চায়েত প্রধান সীতারাম রুইদাস বলেন, আমরা সবসময় মোড়াশিল্পীদের সহযোগিতার চেষ্টা করি। এলাকায় বাঁশবাগান করার চেষ্টা করব। এলাকার বাদ্যকরপাড়ার প্রায় ১০০টি পরিবার মোড়া তৈরির কাজে যুক্ত। তিন পুরুষ ধরে এই কাজ করছেন। একসময় পরিবারের ছোটবড় সকলেই মোড়া তৈরিতে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু এখন প্লাস্টিক চেয়ারের পাশাপাশি মোড়া, কুলো ইত্যাদি নানা সামগ্রী বাজারে চলে আসায় এই শিল্প কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। কাঁচা বাঁশ ইত্যাদি উপকরণের দামও বেড়েছে। মোড়াশিল্পীদের কথায়, বাদ্যকরপাড়ার মানুষের চাষের জমি নেই। অবশ্য কয়লাখনি অঞ্চল হওয়ায় এখানে কম চাষ হয়। মোড়া তৈরি করেই সংসার চালাতাম। কিন্তু প্লাস্টিক সামগ্রী এসে যাওয়ায় ব্যবসা মার খাচ্ছে। বাঁশের মোড়ার কদর থাকলেও খরচ অনেকটাই বেড়েছে। বাঁশ-প্রতি দাম ২৫০-৩০০ টাকা। নাইলনের দড়ি, রঙ ইত্যাদির দামও বেড়েছে। ফলে মোড়া তৈরিতে ১০০ টাকার বেশি খরচ হয়। সময় লাগে প্রায় একটা দিন। সেগুলে নিয়ে গ্রাম-শহরের অলিগলি ঘুরে বিক্রি করতে হয়। ২৫০-৩০০ টাকায় অনেকেই আর কিনতে চান না। তাই এখন খুব কম মোড়া বানানো হয়। ছেলেরা শহরে দিনমজুরের কাজ করে। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে সরকার মোড়াশিল্পীদের 'স্কিল ইন্ডিয়া' প্রকল্পে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। কিন্তু বাদ্যকরপাড়ার শিল্পীদের কথায়, সরকার যদি বাঁশচাষের ব্যবস্থা করে ভাল হয়। ইসিএলের পরিত্যক্ত কয়লাখনি ও বন দফতরের জমিতে বাঁশচাষের বিষয়ে আলোচনাও হয়েছে। এখন তাঁরা আশায় রয়েছেন।

■ প্রতাপপুরের মোড়া শিল্পী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

27 February, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বৃহস্পতিবার

গুসকরার ১১ মাইল রাজ্য সড়কে বাসচালক ছেলে বিশ্বজিৎ ঘোষের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর পেয়ে বুধবার আউশগ্রামের বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলেন মা লক্ষ্মীরানি ঘোষ

ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরে অব্যাহত হাতির তাণ্ডব

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হাতির তাণ্ডব অব্যাহত। ফসল ও ঘরবাড়ির ক্ষতি করছে দাঁতালের দল। হাতির হামলার আশঙ্কায় আতঙ্কে রয়েছেন দুই জেলার জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলির বাসিন্দারা। জামবনির পড়াডিহা গ্রামে খাবারের সন্ধানে বাড়ির দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে ৪৮ বছর বয়সী জানকী মাহাতোকে পায়ে পিষে দেয় একটি হাতি। তাঁকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঝাড়গ্রাম মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে। বুধবার সকালে লালগড় থানার বীরঘষা জঙ্গল এলাকার রাস্তায় একটি ট্রাক্টরের ট্রলি উল্টে দেয় আরেকটি হাতি। অল্পের জন্য হাতির হাত থেকে প্রাণে বেঁচেছেন ওই ট্রাক্টরের চালক। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন এলাকায় হাতির দল খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে গিয়ে তাণ্ডব চালিয়ে নষ্ট করছে বিঘার পর বিঘা জমির আলু। তাই চিন্তায় পড়েছেন এলাকার চাষিরা। পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুরের সদর ও শালবনি ব্লকে, গোয়ালতোড় এবং চন্দ্রকোনা রোড এলাকার বিভিন্ন গ্রামে হাতির দল খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে আলু চাষের জমিতে ঢুকে ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। কদিন ধরেই তাঁদের এলাকায় হাতির দলের এই তাণ্ডব চলছে বলে গ্রামবাসীরা জানান।

হাতির দলটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রামবাসীদের তরফে বন দফতরকে বলা হয়েছে। আলু ও বড় ধান চাষের জমিতে গিয়ে তাণ্ডব চালানোয় এলাকার চাষিরা প্রচুর ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কা করছেন। বন দফতরের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে যাঁদের ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতি হয়েছে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও আশ্বাস জানানো হয়েছে।

খাবার না পেয়ে রাগে উল্টে দিল ট্রাক্টর, পালিয়ে বাঁচলেন চালক

রাস্তায় গাড়ি দেখে খাবারের খোঁজে এগিয়ে গিয়ে দেখে সেখানে খাবার নেই। সেই রাগে শুঁড় দিয়ে উল্টে দেয় গাড়ি। ট্রাক্টর নিয়ে জঙ্গলের রাস্তা ধরে বুধবার দুপুরে মহিষডোবা থেকে বীরঘসা যাওয়ার পথে চালকের চোখে পড়ে, দূর থেকে তাঁর ট্রাক্টর লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে একটি হাতি। পরিস্থিতি আঁচ করে ট্রাক্টরটি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে তিনি সরে পড়েন। আড়াল থেকে লক্ষ্য করেন, হাতিটি ট্রাক্টরের ডালায় খাবার খুঁজছে। না পেয়ে রাগে ট্রাক্টরের ডালাটিকে ধাক্কা মেরে উল্টে দেয়। ধাক্কা দেয় ইঞ্জিনেও। কিছুটা ক্ষতি হয় ট্রাক্টরটির। হাতি ফিরে গেলে তাঁর ডাকে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। তাঁদের সহযোগিতায় উল্টে যাওয়া ট্রাক্টরের ডালা সোজা করে সেখান থেকে সরিয়ে আনা হয়। এই ঘটনা শালবনি ব্লকের মহিষডোবায়। বন দফতর জানিয়েছিল ১৭টি হাতি রয়েছে ওই জঙ্গলে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মাঝেমধ্যেই তারা রাস্তায় চলে আসছিল। তাই জঙ্গলের রাস্তা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেয় বন দফতর। কিন্তু জঙ্গলমহল এলাকার লোকজন দৈনন্দিন জরুরি কাজ বন্ধ রাখতে পারেননি। পণ্য পরিবহনের জন্য ট্রাক্টর নিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে বেরিয়ে পড়েন স্থানীয় ওই বাসিন্দা।

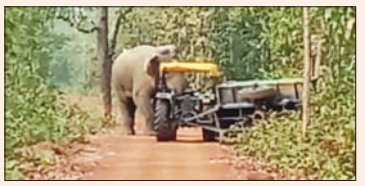

লালগড় রেঞ্জের বনাধিকারিক লক্ষ্মীকান্ত মাহাত বলেন, ‘এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছিল হাতির উপস্থিতি নিয়ে। জঙ্গলের রাস্তা এড়িয়ে চলতে হবে হাতির জন্য। খুব প্রয়োজন থাকলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।’

বর্ধমান, গোবরডাঙায় পুতুলনাট্য উৎসব

সংবাদদাতা, বর্ধমান : পূর্ব বর্ধমানে এই প্রথম ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক পুতুল উৎসব ‘পুতুলখেলা’। ৩-৪ মার্চ উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙা সংস্কৃতি কেন্দ্রেও অনুষ্ঠিত হবে এই আন্তর্জাতিক পুতুলনাট্য উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায়। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে আয়োজক বর্ধমান দি পাপেটিয়ার্সের পক্ষ থেকে জানানো হয় এই কথা। ত্রিপুরা, আসাম, বাংলার পাশাপাশি ইতালির পুতুল নাটক মঞ্চস্থ হবে। বৈঠকে ছিলেন সংস্থার সভাপতি অমিতশ্রী পাল, সম্পাদক অভিজিৎ সেন, উৎসব পরিচালক পার্থপ্রতিম পাল প্রমুখ। উৎসবের বাজেট প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকারের তথ্য দফতর সহায়তা করছে।

কুম্ভ-ফেরত পুণ্যার্থীদের গাড়ির দুর্ঘটনায় আহত চালক-সহ ২৪

সংবাদদাতা, বর্ধমান : গলসির বড়মুড়িয়া এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় পড়ল কুম্ভ ফেরত পুণ্যার্থীদের একটি গাড়ি। ফলে জখম হয়েছেন গাড়ির চালক-সহ ২৪ যাত্রী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতরা সকলে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের বাসিন্দা। কুম্ভে পুন্যস্নান সেরে অযোধ্যা হয়ে একটি ট্রাভেলার গাড়িতে করে চালক-সহ ২৭ জন ফিরছিলেন বসিরহাটে। ফেরার পথে গলসির বড়মুড়িয়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় ট্রাভেলার গাড়িটি। ঘটনায় আহত হন ২৪ জন। খবর পেয়ে গলসি থানার পুলিশ পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠায়। পরে তাঁদের স্থানান্তর করা হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল গাড়িটি সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গলসির জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে ঘিরে মানুষের ভিড়।

পানাগড়-কাণ্ডে মহকুমা আদালতে গোপন জবানবন্দি দিলেন মৃতার সে-রাতের এক সঙ্গী

এখনও ধরা পড়েনি কেউ, জানাল পুলিশ

সংবাদদাতা, কাঁকসা : পানাগড়-কাণ্ডের তদন্তে বেশ কিছুটা অগ্রগতি ঘটল। রবিবার গভীর রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় চন্দননগরের যুবতীর সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত করতে বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ কাঁকসা থানায় আসেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকেরা। আসেন এসিপি সুমনকুমার জয়সওয়ালও। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত তরুণীর অন্যান্য সঙ্গীদের ডেকে পাঠানো হয় থানায়। সেইমতো চন্দননগর থেকে সেই রাতে মৃতার গাড়ির দুই সঙ্গী এবং বর্ধমানের এক সঙ্গী তাঁর দাদাকে নিয়ে কাঁকসা থানায় উপস্থিত হন। তিন যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকেরা। তিনজনের মধ্যে একজনের গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয় দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে। যদিও ওই রাতের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি বলে জানিয়েছে কাঁকসা থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, রবিবার গভীর রাতে পানাগড়ে এক পেট্রোল পাম্পে তেল ভরার পর দুটি গাড়ির রেষারেষির ফলে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় চন্দননগরের তরুণী সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের।

জবানবন্দি দিতে পুলিশের সঙ্গে আদালতে এলেন দাদাকে নিয়ে মৃতার সঙ্গী।

রামেশ্বর শিবমন্দিরে ঢল

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : নয়াগ্রামের রামেশ্বর শিবমন্দিরে পূজা দিতে লক্ষাধিক মানুষের ভিড় হল বুধবার। জেলার রামেশ্বর শিবমন্দির জাগ্রত মন্দির হিসেবে পরিচিত। বছরভর হাজার হাজার মানুষ এই মন্দিরে পুজো দেন। উল্লেখ্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মন্দিরের উন্নয়নে ৭৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহযোগিতা করেন। ফলে নতুন রূপে সেজে উঠেছে মন্দিরটি। পর্যটকদের জন্য হয়েছে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, শৌচাগার ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা। শিবরাত্রি উপলক্ষে বিশাল মেলার আয়োজন করেছে মন্দির উন্নয়ন কমিটি। মেলায় লক্ষাধিক মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, বিহার থেকে বহু মানুষ। মন্দির প্রাঙ্গণে অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে বেশ কয়েকটি সিসিটিভি লাগানো হয়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে নয়াগ্রাম থানার পুলিশের পাশাপাশি রয়েছেন মন্দির কমিটির সদস্যরাও।

শিবরাত্রি উপলক্ষে জমাটি রামেশ্বরের মেলা।

এশিয়ার দ্বিতীয় বড় শিবলিঙ্গে জল ঢালতে ভিড়

সংবাদদাতা, নদিয়া : কুম্ভের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিবনিবাসে শিবরাত্রি উপলক্ষে একাধিক ব্যবস্থা নিল প্রশাসন ও মন্দির কর্তৃপক্ষ। মন্দির এলাকা কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়। হয়েছে বাঁশের ব্যারিকেড। বুধবার শিবরাত্রিতে কৃষ্ণগঞ্জের শিবনিবাসে শিবের মাথায় জল ঢেলে মনস্কামনা জানান দূরদূরান্তের হাজার হাজার ভক্ত-দর্শনার্থী। বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় ভক্তদের সমাবেশে এই সময় মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে এই মন্দির। প্রসঙ্গত, ৮ ফেব্রুয়ারী ভৈম একাদশীতে শিবনিবাসের শিবলিঙ্গে বিশেষ পুজোর্চনা শুরু হয়। শিবনিবাস হাইস্কুল মাঠে শুরু হয় ২৫২ বছরের বেশি পুরনো ভৈম একাদশীর মেলাও বসে। সেই মেলাও চলছে টানা ১৮ দিন। বুধবার শিবরাত্রির পুজো হয় এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিবনিবাস মন্দিরে। একসময় বর্গি হানায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগর থেকে রাজধানী শিবনিবাসে নিয়ে আসেন। ১৭৫৪ সালে তিনি পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এখানে। মন্দিরে রয়েছে কষ্টিপাথরের ৯ ফুট উচ্চতা ও ২৬ ফুট চওড়া রাজরাজেশ্বর শিবলিঙ্গ। সেই শিবলিঙ্গের মাথায় জল দেওয়া ও প্রদক্ষিণ করার জন্য সিঁড়ি রয়েছে। টানা ১৮ দিন ধরে মেলা চলার পর বুধবার শিবরাত্রিতে জল ঢালতে এসেছেন কয়েক হাজার মানুষ। সকাল ৬ টা থেকে জল ঢালা শুরু হয়। বিকেলের পরও দেখা যায় লম্বা লাইন। এই লাইনে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ জল ঢালা যাবে। নিরাপত্তা প্রসঙ্গে ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, ‘কুম্ভ বা বিভিন্ন মেলার কথা মাথায় রেখে আমরা পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা রেখেছি। সিভিক, মহিলা কনস্টেবল, থানার পুলিশ নিয়ে রয়েছে দুশো পুলিশকর্মী। এছাড়াও অ্যাম্বুলেন্স, মেডিক্যাল সহায়তার ব্যবস্থাও আছে।’

৯ ফুটের শিবলিঙ্গে জল ঢালা চলছে।

১০
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বৃহস্পতিবার

আমার বাংলা

27 February, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রত্যন্ত এলাকা পেল পাকা রাস্তা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে চলছে উন্নয়ন যজ্ঞ। প্রত্যন্ত এলাকাতেও চলছে উন্নয়নের কাজ। জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় ভোট চাইতে গিয়ে যে সমস্ত জায়গায় দেখেছিলেন রাস্তা খারাপ হয়ে রয়েছে বা অন্যান্য সমস্যায় আছে সাধারণ মানুষ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সমস্যা সমাধান করবার। তাই তো বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণের পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্যে বাস্তবায়িত করছেন একের পর এক প্রতিশ্রুতি। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ছে আরও। বুধবার নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করতে পেরে আপ্লুত বিধায়ক। ধূপগুড়ি মহকুমার ঝাড় আলতা এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ ভবতোষ রায়ের বাড়ি থেকে শনি মন্দির পর্যন্ত ১৩০০ মিটার পেভার ব্লকের রাস্তা নির্মাণের শিলান্যাস করা হয়। রাস্তার উদ্বোধন করে বিধায়ক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সুযোগ দিয়েছেন মানুষের জন্য কিছু করবার আমি সেই চেষ্টাই করছি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সত্যিই খুব ভালো লাগছে সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়িত রূপ দেখতে। জানা যায়, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের আর্থিক সাহায্যে ১৩০০ মিটারের এই রাস্তা নির্মাণ করতে ব্যয় হবে প্রায় ১ কোটি ৫৮লাখ টাকা।

ঝাড় আলতা গ্রামে রাস্তার উদ্বোধনে নির্মলচন্দ্র রায়।

জালিয়াতি তদন্তের হদিশ পেতে তৎপর পুলিশ • ভিনরাজ্যেও খোঁজ

কোচবিহারে সিমকার্ড প্রতারণায় গ্রেফতার ৩

ব্যুরো রিপোর্ট: সিমকার্ড প্রতারণার অভিযোগে তিন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করেছে কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। ওই তিন অভিযুক্তের নাম শুভঙ্কর সাহা, কৌশিক রায় ও বিশ্বজিৎ দে।

গত কয়েকদিন আগে স্টেট সাইবার ক্রাইম উইংস-এর পক্ষ থেকে কোচবিহার পুলিশের কাছে একটি তালিকা পাঠানো হয়। বুধবার জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানালেন জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণ গোপাল মিনা। কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণ গোপাল মিনা বলেন, পুলিশ আপাতত তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আরও কারা এই অপরাধে যুক্ত তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। এদিকে, সিম কার্ড জালিয়াতির তদন্তে আন্তঃরাজ্য চক্রের হদিস পেতে পুলিশ ভিনরাজ্যে যাবে। এই জালিয়াতির ঘটনায় অভিযুক্তরা কীভাবে ভিনরাজ্যে সিম সরবরাহ করত তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। যে পাঁচজনকে এই সিম কার্ড জালিয়াতির ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নিজেদের মধ্যে কোনও যোগসাজশ রয়েছে নাকি তারা আলাদাভাবে বিভিন্ন এলাকায় ভুয়ো সিম কার্ডের ব্যবস্থা করত তা জানতে অভিযুক্তদের মুখোমুখি বসিয়ে পুলিশ তাদের জেরা শুরু করেছে। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। তারা কোথায় কোথায় ভুয়ো সিম কার্ড সরবরাহ করত সে-বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি দেশের সিম কার্ড ব্যবহার করে নানা জঙ্গি কাজকর্মে যুক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য। শুধু তাই নয়, মাদক পাচার থেকে শুরু করে একাধিক অপরাধে শামিল পড়শি দেশের দালালদের অধিকাংশ ভারতের সিম কার্ড ব্যবহার করছে। তদন্তকারীদের ধারণা, ওই রকম দুষ্কর্মে কাজে লাগানো সিম কার্ডের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। যে সমস্ত মোবাইল ও সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ ভারতীয় সিম কার্ড কিন্তু যার কাছ থেকে এই সিম কার্ড উদ্ধার হচ্ছে সে একজন বাংলাদেশি। যে সমস্ত সিম কার্ড বাংলাদেশে সীমান্তবর্তী এলাকায় সচল রয়েছে সেগুলি ফোনে আড়ি পাতা হচ্ছে।

কোচবিহারে সাংবাদিক বৈঠকে কৃষ্ণগোপাল মিনা।

প্রশাসনের উদ্যোগে জল্পেশে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন শিবরাত্রি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: শিবরাত্রি উপলক্ষে জল্পেশ মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ঢল। গত কদিন ধরেই মেলায় আসা দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে যথেষ্ট তৎপর হতে দেখা যায় প্রশাসনকে। এদিন হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে মেলার উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রী মংলাকান্ত রায়। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, কর্মাধ্যক্ষ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি মহুয়া গোপ, জেলাশাসক শ্যামা পারভীন, জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত-সহ জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন আধিকারিকরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যে পরিমাণ মানুষের ভিড় ছিল তা দেখে আধিকারিকরা অনুমান করছেন, এবছরে রেকর্ডসংখ্যক ভিড় হয়েছে যা ছাপিয়ে যাবে গতবারের সংখ্যাকেও। উল্লেখ্য, মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে পুজো দিতে প্রতিবছর উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম এবং প্রতিবেশী দেশ নেপাল, ভুটান থেকেও দলে দলে পুণ্যার্থীরা জল্পেশ মন্দিরে আসেন। জানা যায়, প্রতিবছরের মত দশ দিনব্যাপী চলবে এই মেলা। মেলা প্রাঙ্গণের মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে নানা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পূজোকে ঘিরে মন্দির কমিটির তরফ থেকে এলইডি লাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন রঙের আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়েছে মন্দিরকে। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি রাখা হয়েছে ভলেন্টিয়ার। স্বর্ণকুন্ডু দিঘীতে পুণ্যার্থীদের স্নানের সময় থাকবে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। পাশাপাশি ১০০টি সিসিটিভির সাথে ড্রোন দিয়েও চলবে নজরদারি।

মেলার উদ্বোধন করছেন পদ্মশ্রী মংলাকান্ত রায়।

নজরে শিলিগুড়ির সম্পত্তি উদ্ধার হল খুনের ইট-বঁটি

(প্রথম পাতার পর)

ট্যাক্সিচালককেও।

জানা গিয়েছে, প্রথমে বচসার জেরে দেয়ালে মাথা ঠুকে পিসিশাশুড়ি সুমিতা ঘোষকে খুন করে ফাল্গুনী। এরপর মৃত্যু নিশ্চিত করতে ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই পাশের জঙ্গল থেকে সেই ইট উদ্ধার করেছে পুলিশ। এরপর বঁটি দিয়ে সারারাত ধরে মৃতার হাত-পা কেটে টুকরো টুকরো করে ট্রলি ব্যাগে ভরেছে ফাল্গুনী ও তার মা। সেই বঁটিও বীরেশপল্লির একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। একসঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে আরও ২০টি জিনিস। পুলিশের অনুমান পিসিশাশুড়ির সম্পত্তির লোভেই তাকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে, জিজ্ঞাসাবাদে এমনটাই উঠে এসেছে বলে দাবি পুলিশের।

পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে, মৃত সুমিতা ঘোষ অসমের জোড়হাটে থাকতেন। বিবাহবিচ্ছিন্না সুমিতার অসমে বিপুল সম্পত্তি রয়েছে। সেইসঙ্গে কলকাতার ব্যাঙ্কেও একাধিক অ্যাকাউন্টে সম্পত্তি পাওয়া গিয়েছে। দু'দিন ধরে তিনি ভাইপোর স্ত্রী ফাল্গুনী বাড়িতে আসছিলেন। অবশ্য বীরেশপল্লির প্রতিবেশীরা ফাল্গুনীদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতেন না। ফাল্গুনীর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গেও তাঁদের সম্পর্ক ছিল না বলে জানা গিয়েছে। ডিভোর্স মামলায় স্বামীর থেকে বড় অঙ্কের খোরপোশ দাবি করেন ফাল্গুনী। এর আগে এক আত্মীয়ের বাড়িতে চুরির অভিযোগ ওঠে ফাল্গুনীর বিরুদ্ধে। তখনও তার চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, সুমিতা ঘোষের থেকে এটিএম কার্ড নিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা তোলে ফাল্গুনী। সেই টাকা দিয়ে প্রথমে সোনা কেনে এবং তারপর আরও ২৫ হাজার টাকা তুলে ধর্মতলা থেকে কেনে সেই নীল রঙের ট্রলিব্যাগ। এরপর সোমবার দিনভর কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় তারা রেইকি করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত আরতি ঘোষ একসময় থাকতেন কুমোরটুলিতে। কারণ, তাঁর স্বামী থাকতেন এই অঞ্চলে। তাই মা ও মেয়ের এই অঞ্চল হাতের তালুর মতো চেনা বলেই দাবি করেছেন তদন্তকারীরা। এরপর পরিকল্পনামতো মঙ্গলবার দেহ ফেলতে আসে আহিরিটোলা ঘাটে। সেখানে স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ে তারা। আপাতত ফরেনসিক পরীক্ষা ও জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে দিয়ে খুনের রহস্য সমাধানের পথে পুলিশ।

নাম ভাসাল সিবিআই

(প্রথম পাতার পর)

সিবিআই এভাবে তাঁর নাম ভাসিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনায় পাল্টা কড়া বিবৃতি দেওয়া হয়েছে অভিষেকের পক্ষ থেকে। তাঁর আইনজীবী সঞ্জয় বসু লিখিত বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আমার মক্কেল ইডি ও সিবিআইকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। তাঁকে যখন যেখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে, সেখানে হাজিরা দিয়েছেন। যে নথি চাওয়া হয়েছে, সেই নথি জমা দিয়েছেন। তারপরেও সিবিআই ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদা ন্যায় ও সত্যের পথে চলেন। তিনি আরও লিখেছেন, মামলার তদন্তকারী সংস্থা ইডি আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে কোনও চার্জশিট দাখিল করেনি। তাঁর বিরুদ্ধে অপরাধের কোনও উপাদানের উপস্থিতিও মেলেনি। তারপরেও অতিরিক্ত চার্জশিট আমার মক্কেলকে হয়রানির উদ্দেশ্য ছাড়া কিছুই নয়। সঞ্জয় বসু আরও জানিয়েছেন, সিবিআই তাদের চার্জশিটে যে দাবি করেছে তার সমর্থনে কোনও নথি বা প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চক্রান্ত হচ্ছে। যা থেকে স্পষ্ট, আমার মক্কেলকে ফের একবার অকারণে নিশানা করা হচ্ছে। এর আগে ইডি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেছিল। কোনও প্রমাণ না পেয়ে কলকাতা হাইকোর্ট তার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। ইডিকে দিয়ে হেনস্থা করতে ব্যর্থ হয়ে রাজনৈতিক শক্তি এখন সিবিআইয়ের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে নিজেদের কার্যসিদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। প্রমাণ না থাকলেও সন্দেহের উদ্রেক করার একটা মরিয়া চেষ্টা দেখা গিয়েছে সাম্প্রতিক চার্জশিটে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সিবিআই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেছে। এই চেষ্টা ব্যর্থ হবে। পুরো বিষয় খতিয়ে না দেখেই এই মামলায় যেভাবে ব্যক্তিদের বয়ান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা সিবিআই তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল।

প্রশ্ন উঠেছে, কেন সিবিআইকে মাঠে নামিয়ে এই চক্রান্ত করা হল? তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দেন। বুক চিতিয়ে লড়াই করেন। রাজনৈতিভাবে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে না পেরেই কি এই গভীর চক্রান্ত!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সুড়ঙ্গের প্রায় শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছে উদ্ধারকারী দল। কিন্তু সুড়ঙ্গে আটকে থাকা ৮ জন শ্রমিকের কারোরই সন্ধান মেলেনি এখনও। তবে তেলেঙ্গানার শ্রীশৈলম লেফট ব্যাঙ্ক ক্যানালে তল্লাশি অভিযান আরও জোরদার করেছে ২০ সদস্যের প্রশিক্ষিত বিশেষ দলটি

যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে হবে শিশুর সাক্ষ্যও : সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন: উপযুক্ত হলে শিশুর সাক্ষ্যও গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। সাক্ষী একজন শিশু, শুধুমাত্র এই যুক্তি বা অজুহাতে তার সাক্ষ্য নেওয়া হবে না, তা হতে পারে না। শিশুদের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেওয়ার বয়সের কোনও ন্যূনতম সীমা নেই। একটি খুনের মামলার পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট জানাল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের পর্যবেক্ষণ, যে কোনও বয়সেই সাক্ষ্য দেওয়া যাবে। যোগ্য হলে তা গ্রহণও করতে হবে।

মধ্যপ্রদেশ স্ত্রীকে খুনের ঘটনায় স্বামীকে বেকসুর খালাস করে হাই কোর্টে। কারণ মামলায় সাত বছরের কন্যা বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেও তা গ্রহণ করেনি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট। মামলা গড়ায় শীর্ষ আদালতে। সেখানেই সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, শিশুর সাক্ষ্যও উপযুক্ত বয়সের সাক্ষীর মতো সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারও সাক্ষ্য বয়সের কারণে বাতিল করা যাবে না। শুধু সে সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য কি না সেটা বিবেচ্য হবে।

শিশুদের সাক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণ করা হয় না এই যুক্তিতে যে তাদের প্রভাবিত করা হতে পারে। শিশু প্রভাবিত হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখেই তার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে বলে নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। এই মামলায় খুনের সময়ে সাত বছরের মেয়েটি তার মাকে খুন হতে দেখেছে।

সুপ্রিম কোর্টের মত, সাক্ষীর কত বয়স হবে তার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম ভারতীয় সংবিধানে নেই। সেই কারণে কোনও মামলায় শিশু সাক্ষীর জবানবন্দিও গ্রহণ করতে হবে। বয়সের কারণে সেটি বাতিল করা যাবে না। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের রায়কে এই বলে খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট । শিশু-সাক্ষীর ভিত্তিতেই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবনের সাজা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের এই পর্যবেক্ষণ নিঃসন্দেহে উন্মুক্ত করে দিল বিচারের এক নতুন দিগন্ত।

তৃণমূলের চাপেই জেপিসিতে নিয়ম মানতে বাধ্য হচ্ছে কেন্দ্র

কল্যাণ, সাকেতের কড়া নজরদারি

প্রতিবেদন: এক দেশ এক ভোট সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটিতে বিজেপির স্বেচ্ছাচারের পথ বন্ধ করে দিয়েছে তৃণমূল। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে এত নিখুঁত নজরদারি চালাচ্ছেন জেপিসিতে তৃণমূলের ২ সদস্য লোকসভার প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখেল, যে আইন মেনে পদক্ষেপে বাধ্য হচ্ছে কেন্দ্র। তৃণমূলের এইরকম কড়া নজরদারি না চললে অনেক আগেই নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে জেপিসিতে খেয়ালখুশিমতো সিদ্ধান্ত পাশ করিয়ে নিত নরেন্দ্র মোদির সরকার। কিন্তু তৃণমূলের চাপে পড়েই এখন প্রতিটি বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বাধ্য হচ্ছে তারা। প্রতিটি বিষয় অবহিত করছে সদস্যদের। নিতে বাধ্য হচ্ছে মতামতও। এককথায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাকেত গোখেলের নজরদারিতে এখন আইনের পথে চলতে বাধ্য হচ্ছে জেপিসির কাজকর্ম।

আলোচনা ও বক্তব্য প্রকাশের সময় প্রতিটি বিষয়ের গোপনীয়তা যাতে অক্ষরে অক্ষরে মানা হয় সেজন্য সংসদীয় ধারা তুলে ধরে সতর্ক করেছেন সাকেত। স্বচ্ছতার প্রশ্নে জেপিসির চেয়ারম্যানকে রীতিমতো কড়া ভাষায় চিঠি লিখেছেন সাকেত গোখেল। কমিটিতে আলোচনার প্রতিটি বিষয়বস্তুর গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দিয়ে এর সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কথা তুলে ধরেছেন তিনি। প্রতিটি বৈঠকের পুঙ্খানুপুঙ্খ কার্যবিবরণী যাতে শুধুমাত্র জেপিসি সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, বাইরে প্রকাশিত না হয়, তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন সাকেত গোখেল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এক দেশ এক ভোট নীতির নেপথ্যে বিজেপির আসল উদ্দেশ্যটা ধরে ফেলেন তৃণমূলের লোকসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই। তিনি প্রশ্ন তোলেন, বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলোর উপরে ঘুরিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন চাপিয়ে দেওয়ার কি চক্রান্তে মেতেছে বিজেপি? কোন যুক্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত রাজ্য সরকারের মেয়াদ খর্ব করে একসঙ্গে দু'টি নির্বাচনের সাংবিধানিক যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কল্যাণ। সবচেয়ে বড় কথা, এক দেশ এক ভোট নিয়ে এত তাড়াহুড়ো করার নেপথ্যেও বিজেপির কোনও বিশেষ মতলব আছে কিনা তা নিয়েও গভীর সংশয় প্রকাশ করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জেপিসির গত বৈঠকেও বিজেপির বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সুর চড়াতে দেখা যায় তৃণমূলের দুই সদস্য কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাকেত গোখেলকেই। প্রতিটি ত্রুটি চিহ্নিত করে অবিলম্বে তার সংশোধন দাবি করেন তাঁরা। তৃণমূলের ২ সদস্যের সমর্থনে এগিয়ে আসেন অন্যান্য বিরোধী দলের প্রতিনিধিরাও।

রাজৌরিতে সেনা-জঙ্গি গুলি বিনিময়

প্রতিবেদন: রাজৌরিতে সেনার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালাল জঙ্গিরা। পাল্টা জবাব দিল সেনা জওয়ানরাও। পুরো ঘটনার মধ্যে পুলওয়ামার ঘটনার পুনরাবৃত্তির চেষ্টা স্পষ্ট। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ। রাজৌরির সুন্দরবাণী মাল্লা রোডের কাছে ফাল নামে একটি গ্রামে সেনাবাহিনীর গাড়ি টহল দিচ্ছিল। জলের ট্যাঙ্কের কাছে আচমকাই জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় লুকিয়ে থাকা জঙ্গিরা। পালটা গুলি চালায় সেনাও। তবে এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। এই ঘটনার পরেই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে জঙ্গিদের তল্লাশি অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। জঙ্গল থেকে আচমকা এই গুলিবৃষ্টির নেপথ্যে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরাই রয়েছে বলে মনে করছে সেনাবাহিনী।

দোষী রাজনীতিকরা ভোটে দাঁড়াবেন কি? রিপোর্ট কেন্দ্রের

প্রতিবেদন: দোষী রাজনীতিকদের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করল কেন্দ্র। নরেন্দ্র মোদির সরকার সুপ্রিম কোর্টে রীতিমতো হলফনামা দিয়ে জানাল, কোনও মামলায় দোষী সব্যস্ত রাজনীতিকদের চিরতরে ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার কেড়ে নেওয়া আসলে নিষ্ঠুরতা।

এ ব্যাপারে একটি মামলার প্রেক্ষিতেই এই মতামত কেন্দ্রের। অশ্বিনী উপাধ্যায় নামে এক আইনজীবী মামলাটি দায়ের করেন শীর্ষ আদালতে। তাঁর আর্জি, দোষী সব্যস্ত হওয়া রাজনীতিকদের ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার সারাজীবনের জন্য কেড়ে নেওয়া হোক। বিভিন্ন সাংসদ এবং বিধায়কদের বিরুদ্ধে যে ফৌজদারী মামলাগুলো চলছে সেগুলোরও দ্রুত নিস্পত্তির আর্জি জানান তিনি। এর প্রেক্ষিতেই কেন্দ্রের বক্তব্য জানতে চায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি মনমোহনের বেঞ্চ। তবে কেন্দ্রের বক্তব্য, এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে একমাত্র সংসদই।

লক্ষণীয়, চলতি আইনে কোনও মামলায় দোষী সব্যস্ত হয়ে কোনও সাংসদ বা বিধায়কের দুবছর বা তার বেশি কারাদণ্ড হলে তখনই তাঁর সাংসদ বা বিধায়কপদ খারিজ হয়ে যাবে। কারাবাস শেষেও ৬ বছর আর ভোটে লড়তে পারবেন না ওই ব্যক্তি।

গান্ধী হত্যাকারীর প্রশংসা করা অধ্যাপককে ডিনের মর্যাদা কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : লাজলজ্জা, নীতিনৈতিকতার মাথা খেয়ে কতটা নিচে নামতে পারে বিজেপি, তার প্রমাণ মিলল আবার। জাতির পিতার হত্যাকারী নাথুরাম গডসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠা অধ্যাপককে এনআইটির ডিনের মর্যাদা দিচ্ছে কেন্দ্র। গত বছর মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে নাথুরাম গডসের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এনআইটি) ক্যালিকটের অধ্যাপক ড. এ. শাইজা। তাই নিয়ে ঝড় উঠেছিল বিতর্কের। সেই শাইজাকেই ইনস্টিটিউটের ডিন নিযুক্ত করার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত ক্যাম্পাসে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। সিদ্ধান্তের বিরোধীরা জানিয়েছে যে এপ্রিল থেকে তারা ড. শাইজাকে ডিন (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে ইনস্টিটিউটে আন্দোলন শুরু করবে। ড. শাইজা বর্তমানে এনআইটি ক্যালিকটের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক। ২০২৪ সালে গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে তিনি ফেসবুকে পোস্ট করেন, ভারতকে বাঁচানোর জন্য গডসেকে নিয়ে গর্বিত। তিনি একজন আইনজীবীর পোস্টে এই মন্তব্য করেন, যেখানে লেখা ছিল, হিন্দু মহাসভা কর্মী নাথুরাম গডসে, ভারতের অনেকের কাছে একজন নায়ক। শাইজা পরে মন্তব্যটি মুছে ফেলেন, কিন্তু স্ক্রিনশটগুলি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে, কোঝিকোড় সিটি পুলিশ আইপিসি ধারা ১৫৩ (দাঙ্গা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে উস্কানি দেওয়া) অনুযায়ী শাইজার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল। সত্যি, আর কত নিচে নামবে বিজেপি!

যোগীরাজ্যে সরকারি আবাসন নির্মাণেও দুর্নীতি?

প্রতিবেদন: আবাসন নির্মাণেও যোগীরাজ্যের দুর্নীতির ছাপ স্পষ্ট। বলছে সরকারি তথ্যই। রাজধানী লখনৌ সহ উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অত্যন্ত খারাপ গুণমানের জিনিসপত্র দিয়ে তৈরি হাজার হাজার সরকারি ফ্ল্যাট বিক্রি হচ্ছে না। বারবার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়েও এই ফ্ল্যাটগুলির কোনও ক্রেতা খুঁজে পাচ্ছে না উত্তরপ্রদেশ সরকার। এর জেরই বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন উত্তরপ্রদেশ সরকার। ফ্ল্যাট তৈরির পিছনে বিনিয়োগ করা সরকারি কোষাগারে শত শত কোটি টাকা উঠবে কী করে, তা অনিশ্চিত বুঝতে পেরেই চূড়ান্ত ব্যাকফুটে যোগী সরকার। কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যাবে, তা ভেবে কূলকিনারা মিলছে না কিছুতেই। যে সব সরকারি আবাসন তৈরিতে খারাপ নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, সেখানে সরকারি তদন্তকারী দল পাঠানোর পরে দেখা গিয়েছে অভিযোগ সত্য। এর পরেই বেড়েছে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতির আশঙ্কা।

উত্তরপ্রদেশের সরকারি সূত্রের দাবি, যে সব সরকারি আবাসনের ফ্ল্যাট অবিক্রিত হয়ে পড়ে আছে তার মধ্যে লখনৌ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ফ্ল্যাটের সংখ্যা প্রায় ২০০০। উত্তরপ্রদেশ হাউজিং বোর্ডের আওতায় নির্মিত অবিক্রিত সরকারি ফ্ল্যাটের সংখ্যা ১১৫০০-র বেশি। একইরকমভাবে লখনৌ উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে নির্মিত অবিক্রিত সরকারি ফ্ল্যাটের সংখ্যা ১৪০০-র বেশি। রাজধানী দিল্লি লাগোয়া গাজিয়াবাদে ফ্ল্যাট ও জমির দাম মারাত্মক বেশি। সেখানেও তুলনামূলক কম দামে কেউ উত্তরপ্রদেশ সরকারের তৈরি ফ্ল্যাট কিনতে নারাজ।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লিভিট জানিয়েছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের কার্যকলাপ কোন কোন সাংবাদিক সংগ্রহ করতে পারবেন, তা নিয়ন্ত্রণ করবে হোয়াইট হাউস। এয়ারফোর্স ওয়ান এবং ওভাল অফিসের মতো জায়গায় সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার সীমিত করা হবে

এবার মার্কিন নাগরিকত্ব বিক্রির পরিকল্পনা ট্রাম্পের

প্রতিবেদন: রাজনীতিকের পাশাপাশি তিনি একজন অতি ধনী ব্যবসায়ী। তাই তাঁর সব সিদ্ধান্তই পরিচালিত হয় আর্থিক লাভের দিকে তাকিয়ে। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন এক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নতুন এই ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে 'গোল্ড কার্ড'। মূল কথা হল, ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল। বিপুল অর্থ খরচ করতে পারলেই মিলবে বহু প্রত্যাশিত মার্কিন নাগরিকত্ব। একদিকে যখন ট্রাম্প প্রশাসন শেকল বেঁধে বিভিন্ন দেশের অভিবাসীদের ফেরত পাঠাচ্ছে তখন অর্থের বিনিময়ে নাগরিকত্ব বিক্রির সিদ্ধান্ত ঘোষণা বিতর্ক ও আলোচনার নতুন দরজা খুলে দিল বলা যায়। ট্রাম্পের বক্তব্য, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য থাকা ইবি-

ফাইভ ভিসা কর্মসূচির জায়গায় নতুন এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে এবং এটি মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ সুগম করবে। প্রতিটি গোল্ড কার্ডের মূল্য ধরা হয়েছে ৫০ লক্ষ ডলার।

নতুন এই ঘোষণা করে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, গোল্ড কার্ড ব্যবস্থার আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী হতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হবে। ট্রাম্প আরও বলেন, আমরা গোল্ড কার্ড বিক্রি করতে যাচ্ছি। আর সে কার্ডের মূল্য ধরা হবে ৫০ লক্ষ ডলার। এটি আপনাদের গ্রিন কার্ডের সুবিধা দেবে এবং এটি মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার একটি পথ হতে চলেছে। ধনী ব্যক্তিরা এই কার্ডটি কিনে আমাদের দেশে আসবেন। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। কথা প্রসঙ্গে এক সাংবাদিক ট্রাম্পের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, রুশ ধনকুবেররাও এই গোল্ড কার্ড পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন কিনা। এর জবাবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সম্মতি জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, আমি কিছু রুশ ধনকুবেরকে চিনি, যাঁরা দারুণ মানুষ। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ চলাকালীন পূর্বতন বাইডেন প্রশাসন যখন রুশ ধনকুবেরদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও আমেরিকায় থাকা নিষিদ্ধ করেছিল তখন ট্রাম্পের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী।

বিজেপির মধ্যপ্রদেশে লজ্জা!

বাণিজ্য সম্মেলনে খাবার নিয়ে মারপিট প্লেট ভেঙে প্রতিবাদ

প্রতিবেদন: বাণিজ্য সম্মেলন ঘিরে বেনজির কাণ্ড! হামলে পড়ে খাবার খাওয়ার হুড়োহুড়ি, খাবার না পেয়ে প্লেট ভেঙে প্রতিবাদ। এমনই লজ্জার দৃশ্য দেখা গেল মধ্যপ্রদেশের ভোপালে। ভাইরাল সেই ছবি দেখে প্রশ্ন উঠছে, এটা বাণিজ্য সম্মেলন নাকি হুজুগের মোচ্ছব চলছে।

বিনিয়োগ টানতে ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে এসে বাণিজ্য সম্মেলন করতে নেমেছে। দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ টানতে অক্ষম নরেন্দ্র মোদিকে শিখণ্ডী করে বাণিজ্যের তরী উৎরাতে চাইছে মধ্যপ্রদেশ, বিহার, অসমের মতো গেরুয়া রাজ্যগুলি। আর সেই বাণিজ্য সম্মেলনে ভালোমন্দ খাবার খাওয়ার আশায় লোকজনের ভিড় আর হুড়োহুড়িতে মুখ পুড়ছে মোদিরই। সম্প্রতি বিজেপি রাজ্য মধ্যপ্রদেশের এই সম্মেলনে খাবার কম পড়ায় খাবারের প্লেট ভেঙে চলল অসভ্যতা। ভোপালের বাণিজ্য সম্মেলনের সেই হুলুস্থুলু দৃশ্য ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। প্রশ্ন উঠছে, এরা কি আদৌ সম্মেলনে আমন্ত্রিত ছিলেন? ভোপালে সোমবার বাণিজ্য সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঘটা করে দুদিনের সম্মেলনে একাধিক বিনিয়োগের ঘোষণা করা হয়। যদিও গালভরা বিদেশি সংস্থার নাম বলা হলেও বিনিয়োগে দেশীয় সংস্থারই নাম দেখা

ভাইরাল দৃশ্য

গিয়েছে। তবে মোদির মান রাখতে সম্মেলনস্থল ভরাতে যাদের জোগাড় করলেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব, তারাই শেষপর্যন্ত মুখ পোড়ালো বিজেপির। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায় খাবারের জায়গায় উপচে পড়ছে ভিড়। আমন্ত্রিতরা সম্মেলনে এসেছিলেন, না খাবার খেতে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকেন নেটিজেনরা। প্রথমে শোনা যায় খাবার শেষ। তার পরেও ক্যাটারিং সংস্থার কর্মীরা সাধ্যমতো পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফের খাবার তৈরি হলে প্রথমে আসে সারি সারি প্লেট। আর সেখানেই বাধে গোল। দীর্ঘক্ষণ খাবারের জন্য অপেক্ষা করা ভিড় খাবার আসার খবর পেয়ে হুড়মুড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খাবারের প্লেট আসতেই ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ক্যাটারিং সংস্থার যুবকদের থেকে গোটা প্লেটের ক্রেট ছিনিয়ে নিতেই মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে ভাঙা প্লেট। অনেকেই মাটি থেকে কুড়ানো প্লেট তুলে খাবারের লাইনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। সেখানেই প্রশ্ন উঠেছে, আদৌ এরা রাজ্যের বিনিয়োগের কথা জানতে ভিড় করেছিলেন, নাকি ফ্রি-লাঞ্চের টানে?

শিকাগোয় মুখোমুখি দুই বিমান

দ্রুত সিদ্ধান্তে বিপর্যয় এড়ালেন চালক

প্রতিবেদন: ফের বিমানযাত্রায় বিপত্তি আমেরিকায়। এবার শিকাগো বিমানবন্দরে মুখোমুখি দুই বিমান। সাউথওয়েস্ট ফ্লাইটের বিমান চালকের তৎপরতায় মুহূর্তের জন্য এড়ানো গেল বড়সড় দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার এই ঘটনার পর আতঙ্কে মার্কিন বিমানযাত্রীরা। তদন্তে প্রাইভেট জেটটিকেই দায়ী করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। শিকাগো মিডওয়ে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মঙ্গলবার সাউথওয়েস্ট ফ্লাইট ২৫০৪ অবতরণ করার সময় আচমকাই তার রানওয়েতে ঢুকে পড়ে বোম্বার্ডিয়ার চ্যালেঞ্জার ৩৫০ প্রাইভেট জেট। সাউথওয়েস্টের বিমানচালক মুহূর্তের মধ্যে অবতরণের মুখে থাকা বিমানের দিক বদলে ফেলেন। বিমানটি রানওয়ে ছেড়ে উপর দিকে উড়ে যায়। বিমানচালকের দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্তে এড়ানো যায় বিপর্যয়। এরপরই

ঘটনার তদন্তে নেমে শিকাগো বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানতে পারে প্রাইভেট জেটটিকে ওই সময় ওই রানওয়েতে আসার কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। ওই বিমানচালকের ভুলে সেটি সাউথওয়েস্টের রানওয়েতে চলে আসে। অন্য বিমানটির চালকের সময়োচিত সিদ্ধান্ত ও তৎপরতায় দুর্ঘটনা ঘটেনি।

সম্প্রতি একের পর এক বিমান দুর্ঘটনার খবর মার্কিনমুলুকে। ইতিমধ্যে দুই বিমানের সংঘর্ষে ৫০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবারের এই ঘটনায় ফের একবার আমেরিকার বিমান যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক শুরু হয়েছে। যদিও সাউথওয়েস্ট ফ্লাইটটি শেষপর্যন্ত শিকাগো বিমানবন্দরে নিরাপদেই অবতরণ করে। তবে বারবার এভাবে বিমান যাত্রীদের প্রাণের ঝুঁকি হওয়ায় প্রশ্নের মুখে ট্রাম্প প্রশাসন।

মেগা সভায় নেত্রীর দিকনির্দেশ

(প্রথম পাতার পর)

এখানকার নাম বাদ দিচ্ছে। এটা একটা নতুন ধরনের চক্রান্ত শুরু হয়েছে বাংলায়। কিন্তু দিল্লি, মহারাষ্ট্রে যা হয়েছে এখানে তা সম্ভব হবে না। এই চক্রান্তকে কীভাবে প্রতিহত করতে হবে নেত্রী সভা থেকে তার দিকনির্দেশ দেবেন। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী-সহ অনেক মন্ত্রী ও নেতা থাকবেন তাই ইনডোরের নিরাপত্তার দিকটিও বিশেষ নজরে রাখা হয়েছে। বুধবার তৃণমূল ভবনেও প্রস্তুতি চলেছে সমানতালে। সেখানে জেলা থেকে আসা নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, ডেলিগেট কার্ড বিলি করেছেন দলীয় নেতৃত্ব। বেলা ১১টায় সভার কাজ শুরু হবে। যাঁরা নেতাজি ইন্ডোরে ঢুকতে পারবেন না, নেত্রীর বক্তব্য শোনার জন্য তাঁদের জন্য নেতাজি ইন্ডোরের বাইরে, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র-সহ বিভিন্ন জায়গায় জায়ান্ট এলইডি স্ক্রিন বসানো হবে। এছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়াতে লক্ষ-কোটি মানুষ যাতে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ শুনতে পান, সে-ব্যবস্থাও থাকবে। সব মিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মেগা সভা ঘিরে উত্তেজনায় ফুটছেন দলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা।

৩ মার্চ শুরু উচ্চমাধ্যমিক, বাড়ল মহিলা পরীক্ষার্থী

(প্রথম পাতার পর)

তৈরি করেছে সংসদ কর্তৃপক্ষ। প্রশ্নপত্রে থাকবে ডিজিটাল সিরিয়াল নম্বর। এছাড়াও থাকবে ইউনিক সিরিয়াল নম্বর। যা লিখতে হবে উত্তরপত্রে। তার পাশাপাশি কিউআর কোড এবং বারকোড থাকবে প্রত্যেকটি প্রশ্নপত্রে। সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, যদি এরপরেও কেউ প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে অন্য কাউকে পাঠান তাহলে কে এই কাজ করেছে তা আমরা খুব দ্রুততায় ধরে ফেলব। কারণ নিরাপত্তাজনিত আরও একটি বিষয় প্রশ্নপত্রে থাকবে। তবে একাধিকবার চেক করার পরেও যদি কোনও পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ইলেকট্রনিক গেজেট বা যোগাযোগের মাধ্যম পাওয়া যায় তাহলে সেই পরীক্ষার্থীর ওই বছরের সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হবে।

এই বছর সমস্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের আগে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চেক করা হবে। তার সঙ্গে প্রত্যেকটা পরীক্ষা কেন্দ্রে কম করে দুজন পর্যবেক্ষক থাকবেন। তাঁদের মধ্যে একজন ভেনু সুপারভাইজারের ঘর থেকে প্রশ্নপত্র নিয়ে আসবেন। অন্য আরেকজন কোনও পরীক্ষার্থীর কাছে মোবাইল ফোন অথবা যোগাযোগের কোনও ইলেকট্রনিক গেজেট রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন। তার সঙ্গে প্রত্যেকটা পরীক্ষাকেন্দ্রে কম করে দুটো সিসিটিভি ক্যামেরা থাকা বাধ্যতামূলক।

আগামী ৩ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, চলবে ১৮ মার্চ পর্যন্ত। সকাল ৯টা থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি রয়েছে সকল পরীক্ষার্থীর। সকাল দশটা থেকে শুরু হবে পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হবে বেলা ১.১৫ নাগাদ।

২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেকটাই কম। এই প্রসঙ্গে সভাপতি জানান, সেই বছর পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন ৫,৬৫,৪২৮। যদিও একাদশ শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন প্রায় ৫ লাখ ৬৪ হাজার। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর বহু পড়ুয়াই অন্য কোর্সে চলে যায়। যেমন অনেকেই ডিপ্লোমা করেন। তাই সেক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে।

প্রসঙ্গত, এই বছরেই শেষ হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হচ্ছে সেমিস্টার পদ্ধতি। তবে যারা এইবার অনুত্তীর্ণ হবে তারা পুরনো নিয়মেই পরীক্ষা দেবে। এই বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ২০৮৯টি। তার মধ্যে ১৩৬টি স্পর্শকাতর কেন্দ্র।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাওড়ার বাগনানে রূপনারায়ণের পাড়ে রয়েছে বেনাপুরের চর। এখনও সেভাবে পর্যটকদের ভিড় দেখা যায় না। বিকেল হলেই এখানে গল্প করতে আসেন স্থানীয়রা। এক দিনের জন্য ঘুরে আসতে পারেন

চম্পাওয়াত

ঘুরে আসুন

হিমালয়ের কোলে চম্পাওয়াত। ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ স্থান। একটা সময় ছিল চাঁদ রাজবংশের রাজধানী। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অসাধারণ। আছে পাহাড়, আছে নদী। বসন্তদিনে সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন

অংশুমান চক্রবর্তী

উত্তরাখণ্ড পর্যটকদের অত্যন্ত পছন্দের গন্তব্য। আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। এই রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলির মধ্যে অন্যতম চম্পাওয়াত। একটা সময় নাম ছিল চম্পাবতী। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৬৭০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। হিমালয়ে ট্রেকিংয়ের মতো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে চাইলে ঘুরে আসা যায়। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এর চারপাশে আছে অনেক দর্শনীয় স্থান এবং প্রাচীন মন্দির। সবুজে ঢাকা উপত্যকা এবং হিমালয় পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত নদীপ্রবাহ দেখে দু-চোখ জুড়িয়ে যায়।

কুমায়ুন অঞ্চলের মিনি হিল স্টেশন চম্পাওয়াত একটা সময় ছিল চাঁদ রাজবংশের রাজধানী। ফলে চম্পাওয়াত ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। ছড়িয়ে রয়েছে টুকরো টুকরো নিদর্শন। বেশকিছু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চাঁদ শাসকদের সময়কালে। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনি এবং কিংবদন্তি অনুসারে, ভগবান বিষ্ণু এখানে 'কূর্মাবতার' নামে পরিচিত একটি কচ্ছপের রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মন্দিরগুলির স্থাপত্যশৈলী রীতিমতো দেখার মতো। স্পষ্ট বোঝা যায়, সেই সময়ের শিল্পীদের দক্ষতা ছিল এককথায় অসাধারণ। মন্দিরগুলো কুমায়ুন স্থাপত্যের অন্যতম সেরা উদাহরণ। চম্পাবতের বেশিরভাগ মানুষ আজও তাঁদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কারণ তাঁরা এখনও নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান খুঁটিয়ে অনুসরণ করেন, যা তাঁরা বহু বছর আগেও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। চম্পাওয়াত সবুজ অরণ্যানী এবং পাহাড় দিয়ে ঘেরা। আশেপাশের পাহাড়ের অত্যাশ্চর্য দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

পূর্ণগিরি মন্দিরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কালী নদী। এই নদীর সৌন্দর্য এককথায় অসাধারণ। তাকিয়ে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দেওয়া যায়। পাহাড় দিয়ে ঘেরা চঞ্চলা নদীর বহমানতার রূপ না দেখলে বেড়ানো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

কুমায়ুন হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত টনকপুর শহরটি পূর্ণগিরি মন্দিরের জন্যই প্রসিদ্ধ। পাহাড়ে মোড়া এই শহরকে কেন্দ্র করে রয়েছে সারদা নদী। নদীটি সুন্দর। টনকপুর ড্যামটিও দেখার মতো। কাছেই এই অভয়ারণ্যে বাঘ, চিতাবাঘ এবং হাতি-সহ বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর আবাসস্থল। প্রকৃতিপ্রেমী এবং বন্যপ্রাণীপ্রেমীদের জন্য এটি একটি মন ভাল করার মতো জায়গা। পঞ্চেশ্বর চম্পাওয়াত থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে মাছ ধরার সুবন্দোবস্ত আছে। চম্পাওয়াত চা-বাগানও ঘুরে দেখা যায়। সবমিলিয়ে চম্পাওয়াত ভ্রমণ মনের মধ্যে অদ্ভুত আনন্দের জন্ম দেবে। বসন্তদিনে সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন।

বলেশ্বর মন্দির

লোহাঘাট দুর্গ

চমৎকার পরিবেশ। সকালের দিকে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানো যায়। তবে একা নয়, যেতে হবে দলবেঁধে। কারণ এই অঞ্চলে দেখা যায় বন্যপ্রাণীদের আনাগোনা। যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে বিপদ।

চম্পাওয়াত এবং আশেপাশের অঞ্চলে আছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান। হাতে বেশ কিছুটা সময় নিয়ে বলেশ্বর মন্দির পরিদর্শন করা যায়। এই প্রাচীন মন্দিরটি ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এবং এটি ভারতের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একটি বলে মনে করা হয়।

পূর্ণগিরি মন্দিরটি ঘুরে দেখতে পারেন। এই মন্দিরটি দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। ১০৮টি সিদ্ধপীঠের মধ্যে অন্যতম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। সারাবছর দেবী দর্শনের জন্য এখানে দর্শনার্থীর আগমন ঘটে। চৈত্র নবরাত্রি তিথিতে সাড়ম্বরে এই দেবীর আরাধনা করা হয়। সমাগম হয় বহু ভক্তের। এখান থেকে রয়েছে সিদ্ধবাবা মন্দির। ভারত-নেপাল সীমান্তে অবস্থিত এই মন্দিরে ভগবান শিব বিরাজিত। দর্শনার্থীরা দেবী পূর্ণাগিরিকে দর্শন করার পর সিদ্ধবাবা মন্দির দর্শন করেই এই যাত্রাটি শেষ করেন। ঘুরে দেখা যায় ক্রান্তেশ্বর মন্দির। অসাধারণ স্থাপত্যশৈলী। দেবীধুরা মন্দির চম্পাবতের কাছেই অবস্থিত একটি প্রাচীন মন্দির যা দেবী বারাহীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। এখানে বহু মানুষের সমাগম ঘটে।

কোনওভাবেই লোহাঘাট দুর্গ পরিদর্শন করতে ভুলবেন না। এই ঐতিহাসিক দুর্গটি ১৭ শতকে নির্মিত হয়েছিল এবং চম্পাওয়াতের কাছেই অবস্থিত। এই অঞ্চলের ইতিহাস এবং স্থাপত্য অন্বেষণের জন্য এটা একটি চমৎকার জায়গা।

এখানে একটি আশ্রমও আছে। নিরিবিলি প্রশান্ত স্থান, যা সবুজ বনে ঘেরা। ফোটে নানা রঙের ফুল। এখানে বহু মানুষ পিকনিক করতে আসেন। চম্পাওয়াত বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য অবশ্যই ঘুরে দেখবেন।

কীভাবে যাবেন?

চম্পাওয়াত যাওয়া যায় তিনভাবে। নিকটতম বিমানবন্দর নৈনিতাল জেলার পন্তনগর। ১৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পন্তনগর থেকে চম্পাওয়াত ট্যাক্সি পাওয়া যায়। যাওয়া যায় রেলপথেও। নামতে হবে টনকপুর স্টেশনে। টনকপুর চম্পাওয়াত থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত টনকপুর রেলওয়ে স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি বুক করতে হবে বা বাস নিতে হবে। চম্পাওয়াত টনকপুর এবং হলদওয়ানির মধ্যে চলে বেশকিছু বাস। ফলে সড়কপথেও যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন?

চম্পাওয়াতে পর্যটকদের জন্য অনেক হোমস্টে রয়েছে, যেখানে পাহাড়ি গ্রামীণ জীবন এবং পাহাড়িদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়। স্থানীয় মানুষজনেরা উষ্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে আতিথ্য দেবে। এখানকার পাহাড়ি সংস্কৃতি, পাহাড়ি ঐতিহ্য এবং সুস্বাদু পাহাড়ি খাবার ইত্যাদির স্বাদ নেওয়া যায়।

১৪
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বৃহস্পতিবার

মাঠে ময়দানে

27 February, 2025 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু কুনেমানের বোলিং অ্যাকশনে অসঙ্গতি নেই। আইসিসি তাঁকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বোলিংয়ের অনুমতি দিয়েছে

নির্বাসিত স্লট

লন্ডন : এভার্টন ম্যাচে রেফারির বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্যের জেরে দু'ম্যাচ নির্বাসিত হলেন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। বুধবার এই শাস্তি ঘোষণা করেছে প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে স্লটকে ৭০ হাজার পাউন্ড জরিমানাও করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, সেদিন সংযুক্ত সময়ের গোলে এভার্টন ২-২ ড্র করেছিল লিভারপুলের বিরুদ্ধে। খেলা শেষ হওয়ার পর, স্লট রেফারিকে কটূক্তি করে লাল কার্ড দেখেছিলেন। এর পরেও রেফারি লিভারপুল কোচের বিরুদ্ধে কড়া রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন। তারই জেরে দু'ম্যাচ নির্বাসন ও জরিমানা হল স্লটের।

জাদরানের ব্যাটে আফগান রূপকথা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছুটি ইংল্যান্ডের

লাহোর, ২৬ ফেব্রুয়ারি : বিশ্বকাপের ছবি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও। আবারও এক রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে আফগানিস্তানের কাছে হারল ইংল্যান্ড। সাদা বলের ক্রিকেটে আফগানিস্তানের সাফল্য আর অঘটন নয়। পরপর দুই ম্যাচ হেরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছুটি হয়ে গেল ইংল্যান্ডের। 'বি' গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালের দৌড়ে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে রশিদ খানরাও।

ইব্রাহিম জাদরানের নজির গড়া ১৭৭ রানের ইনিংসের সৌজন্যে জস বাটলারদের সামনে ৩২৬ রানের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল আফগানিস্তান। জবাবে ইংল্যান্ড সাময়িক ধাক্কা সামলেও শেষ পর্যন্ত মরিয়া লড়াই করে ৪৯.৫ ওভারে ৩১৭ রান তুলতে সক্ষম হয়। ৮ রানে হার বাটলারদের। কাজে এল না জো রুটের ১২০ রানের লড়াকু ইনিংস।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড গড়লেন আফগান ওপেনার জাদরান। ভেঙে দিলেন চলতি টুর্নামেন্টেই ইংল্যান্ডের বেন ডাকেটের ১৬৫ রানের রেকর্ড। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই ওপেন করতে নেমে জাদরান করলেন ১৭৭ রান। নতুন রেকর্ড হল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে।

এদিন শুরুটা ভাল হয়নি আফগানিস্তানের। ৩৭ রানের মধ্যে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় তারা। সেখান থেকে ইনিংস গড়ার কাজটা করেন জাদরান এবং অধিনায়ক হশমতুল্লা শাহিদি। দু'জনে চতুর্থ উইকেট জুটিতে যোগ করেন ১০৩ রান। মাঝের ওভারে উইকেট বাঁচিয়ে শেষ দিকে দ্রুত রানও তোলেন আফগান ব্যাটাররা। জাদরানের ১৪৬ বলের বিধ্বংসী ইনিংসে ছিল ১২টি বাউন্ডারি ও ছ'টি ছক্কা। তাঁকে সঙ্গ দেন আজমাতুল্লা ওমরজাই (৪১) ও মহম্মদ নবি (৪০)। ইংল্যান্ডের হয়ে ৩ উইকেট নেন জোফ্রা আর্চার।

জবাবে শুরুটা ভাল হলেও মাঝে সমস্যায় পড়ে ইংল্যান্ড। কিন্তু রুট থাকায় ম্যাচ তাদের গ্রিপেই ছিল। রুট ফেরার পর শেষ দিকে নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়। আর্চার ও জেমি ওভার্টন জুটি বাঁধেন। দুজনে ফেরার পর শেষ ওভারে হাতে ১৩ রানের পুঁজি নিয়ে বাজিমাত করেন আজমাতুল্লা ওমরজাই। ডান হাতি পেসার এদিন একাই নেন ৫ উইকেট। তবে ম্যাচের সেরা অবশ্যই আফগান মহাকাব্যের নায়ক ইব্রাহিম জাদরান।

১৭৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস ইব্রাহিম জাদরানের। লাহোরে।

বাস দুর্ঘটনার পর মাঠে নেমেই গোল রোনাল্ডোর

মেসি-ম্যাজিকে জিতল ইন্টার মায়ামি

মক্কা ও মায়ামি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : বিশ্বের দুই প্রান্তে নিজের নিজের দলকে জেতালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও লিওনেল মেসি। সৌদি লিগে আল ওয়েহদার বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচের আগেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল আল নাসেরের টিম বাস। মক্কার রাস্তার রোনাল্ডোদের বাস ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। তাতে বাসের সামনের দিক কিছুটা তুবড়ে গেলেও, রোনাল্ডোরা প্রত্যেকেই অক্ষত ছিলেন।

রোনাল্ডো ও মেসি। গোলের উচ্ছ্বাস দুই মহাতারকার।

এই দুর্ঘটনার ফলে ম্যাচ নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পর শুরু হয়েছিল। যার জন্য ম্যাচের পর সোশ্যাল মিডিয়াতে ক্ষমা চেয়ে নেন রোনাল্ডো। তিনি লিখেছেন, ''ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা আর ট্রাফিক জ্যামের জন্য আমাদের তিন ঘণ্টা বাসযাত্রা করে আসতে হয়েছে। ম্যাচ দেরিতে শুরুর জন্য গোটা আল নাসের দলের তরফে আমি ক্ষমা চাইছি।'' এদিন প্রথমার্ধে কোনও গোল না হলেও, দ্বিতীয়ার্ধে রোনাল্ডোর গোলেই এগিয়ে গিয়েছিল আল নাসের। ৪৮ মিনিটে দুরন্ত হেডে গোল গোলটি চলতি মরশুমে রোনাল্ডোর ১৭তম গোল। সব মিলিয়ে কেরিয়ারের ৯২৫তম। এরপর খেলার একেবারে শেষ মুহূর্তে সাদিও নামে পেনাল্টি থেকে গোল করেন। ফলে ২-০ গোলে জিতেই মাঠ ছাড়ে আল নাসের।

অন্যদিকে, মেজর লিগ সকারের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ কোচের ঘাড় ধরে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন মেসি। শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে জরিমানা হয়েছে তাঁর। একই অপরাধে শাস্তি পেয়েছেন লুইস সুয়ারেজও। সেই বিতর্কের আবহেই কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে কানসাস সিটির বিরুদ্ধে গোল পেলেন মেসি ও সুয়ারেজ। ম্যাচটা ৩-১ গোলে জিতেছে ইন্টার মায়ামি। খেলার ১৯ মিনিটে সুয়ারেজের ক্রস বুক দিয়ে রিসিভ করেই হাফ ভলিতে দুরন্ত গোল করেন মেসি। বিরতির আগেই তাদেও আলেন্দে ও সুয়ারেজের গোলে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল মায়ামি। বিরতির পর কানসাসের হয়ে মেমো রডরিগেজ ব্যবধান কমালেও, হার বাঁচাতে পারেননি। দুই পর্ব মিলিয়ে ৪-১ গোলে জিতে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শেষ ষোলোতে উঠলেন মেসিরা।

দানিশ-করুণে এগোচ্ছে বিদর্ভ

নাগপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি : রঞ্জি ফাইনালের প্রথম দিনেই চালকের আসনে বিদর্ভ। সৌজন্যে তরুণ দানিশ মালেবর এবং অভিজ্ঞ করুণ নায়ার। প্রথমজন সেঞ্চুরি করেও নট আউট রয়েছেন। আর দ্বিতীয়জন মাত্র ১৪ রানের জন্য নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেছেন। দিনের শেষে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৫৪ রান তুলেছে বিদর্ভ। বুধবার টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেরল। ব্যাট করতে নেমে, প্রথম ওভারেই ওপেনার পার্থ রেখাডের (০) উইকেট হারিয়েছিল বিদর্ভ। মাত্র ১ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন দর্শন নালকান্ডে। পরিস্থিতি আরও জটিল হয় ধ্রুব শোরে ১৬ রান করে আউট হলে। ওই সময় ২৪ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল বিদর্ভ। ওই পরিস্থিতি থেকে দলকে টেনে তোলেন দানিশ ও করণ। চতুর্থ উইকেটে ২১৫ রান যোগ করেন দু'জনে। করুণ ৮৬ রানে আউট হলেও ১৩৮ রানে ব্যাট করছেন দানিশ। সঙ্গে ৫ রানে অপরাজিত রয়েছেন যশ ঠাকুর। দানিশের ২৫৯ বলের ম্যারাথন ইনিংসে রয়েছে ১৪টি চার ও ২টি ছয়। ২১ বছর বয়সি ডানহাতি ব্যাটারের চলতি মরশুমেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ঘটেছে। এর মধ্যেই দু'টি সেঞ্চুরি করে ফেললেন।

গ্রেফতার রাচিনকে জড়িয়ে-ধরা দর্শক

আরও বাড়ল ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা

রাওয়ালপিন্ডি মাঠের এই ঘটনা নিয়ে তোলপাড় ক্রিকেট দুনিয়া।

রাওয়ালপিন্ডি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চলাকালীন একের পর এক অস্বস্তিকর ঘটনায় রীতিমতো জেরবার পাকিস্তান। সোমবার নিউজিল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ ম্যাচে কিউয়িদের ব্যাটিংয়ের সময় কার্যত বিনা বাধায় মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন এক দর্শক। ওই ব্যক্তি গিয়ে রাচিন রবীন্দ্রকে জড়িয়েও ধরেন। এরপর গোটা মাঠে বেশ কিছুটা সময় ধরে দৌড়নোর পর, ওই দর্শককে ধরে ফেলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। হাসতে হাসতে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে মাঠ ছাড়ার সময় ওই ব্যক্তির হাতে ছিল নিষিদ্ধ ইসলামিক পার্টি তেহরিক-ই-লব্বাইকের নেতা সাদ রিজভির ছবি।

এই ঘটনার পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। বিতর্ক মাথা চাড়া দিতেই নড়েচড়ে বসেছে পাক সরকার। পিসিবির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ওই দর্শককে গ্রেফতার করে আদালতে তোলা হয়েছে। একই সঙ্গে পাকিস্তানের সব ক্রিকেট মাঠে ঢোকা থেকে আজীবনের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে, তার জন্য আরও একটি কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে পাকিস্তান সরকার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করাতে শতাধিক পুলিশকর্মীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

27 February, 2025 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বৃহস্পতিবার

চেন্নাইতে ধোনি। কালো টি-শার্টে সাংকেতিক বার্তা। যার মানে দাঁড়ায় ওয়ান লাস্ট টাইম

সেলিস জাদুতে জয়ের হ্যাটট্রিক

ইস্টবেঙ্গল ২ (মনোজ আত্মঘাতী, মেসি)
হায়দরাবাদ ০

অনির্বাণ দাস

ম্যাচের বয়স তখন ৫৮ মিনিট। গোলের জন্য মরিয়া অস্কার ব্রুজো হেক্টর ইউস্তেকে তুলে নিয়ে মাঠে নামিয়ে দিলেন রিচার্ড সেলিসকে। আর স্প্যানিশ কোচের এই মোক্ষম চালেই আইএসএলের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জয়ের হ্যাটট্রিকের স্বাদ পেল লাল-হলুদ।

সেলিস মাঠে নেমে ম্যাচের রংটাই পাল্টে দিলেন। নিজে গোল পেলেন না ঠিকই। কিন্তু তিনি নামার পরেই ইস্টবেঙ্গলের খেলায় ঝাঁজ ফিরে এল। যা সেলিস মাঠে নামার আগে অদৃশ্য ছিল। বাঁ দিক থেকে একের পর এক আক্রমণ শানিয়ে হায়দরাবাদ রক্ষণকে নড়িয়ে দিলেন ভেনেজুয়েলা জাতীয় দলের হয়ে গোটা চারেক ম্যাচ খেলা সেলিস।

৮৬ মিনিটে অবশেষে এল সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত। কর্নার থেকে বল তুলেছিলেন সেলিস। সেই বলে ডেভিডের মাথা আলতো করে ছুঁয়ে হায়দরাবাদের ডিফেন্ডার মনোজ মহম্মদের মাথা ছুঁয়ে জালে জড়িয়ে যায়। মজার কথা, প্রথম লেগে এই মনোজের শেষ মুহূর্তের গোলে জয় হাতছাড়া হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের। ৯৪ মিনিটে একক দক্ষতায় দুরন্ত গোল মেসি বাউলির। এদিন গোটা ম্যাচে অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন ক্যামেরুনের স্ট্রাইকার। গোলের জন্য মরিয়া ছিলেন। বার দুয়েক তাঁর শট বারের উপর দিয়ে উড়ে গেল। একবার তো পোস্ট বাধা হল নিশ্চিত গোলের। তবে শেষ মুহূর্তে গোলের দেখা পেলেন মেসি, ম্যাচের সেরাও হলেন। তবে এই পুরস্কারটা কিন্তু সেলিসের প্রাপ্য ছিল।

মেসির সঙ্গে গোলের উৎসব সেলিসের। বুধবার যুবভারতীতে।

এর আগে অবশ্য প্রথমার্ধে ছন্নছাড়া ফুটবল খেলেছে ইস্টবেঙ্গল। অস্কারের ফুটবলারদের দেখে মনে হচ্ছিল এই প্রথমবার একসঙ্গে খেলতে নেমেছেন! হায়দরাবাদের দ্রুতগতির সামনে রীতিমতো অসহায় দেখিয়েছে লাল-হলুদ রক্ষণকে। চাপের মুখে একের পর এক ভুল করেছেন লালচুননুঙ্গা, হেক্টর, রাকিপরা। হায়দরাবাদের বিদেশি উইঙ্গার এডমিলসন তো টানা চাপে রেখেছিলেন রাইট ব্যাক রাকিপকে। ভাগ্য ভাল আনোয়ার আলি সতর্ক ছিলেন। বিরতির আগে ইস্টবেঙ্গলের সুযোগ বলতে মাত্র একটি। বক্সের মধ্যে সুবিধেজনক জায়গায় বল পেয়েও শট নিতে দেরি করে তা নষ্ট করেন দিয়ামানতাকোস। বরং হায়দরাবাদ দুটো গোল করে দিলে কিছু বলার ছিল না।

এদিনের জয়ের পর ২২ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট হল আট নম্বরে থাকা ইস্টবেঙ্গলের। যা আইএসএলের ইতিহাসে ক্লাবের সর্বোচ্চ পয়েন্ট। একই সঙ্গে সুপার সিক্সের আশা জিইয়ে রাখলেন অস্কারের ফুটবলাররা।

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে জয় হাতছাড়া বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ২৬ ফেব্রুয়ারি : কোপা দেল রে-র সেমিফাইনালে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের সাক্ষী রইল ফুটবল বিশ্ব। ঘরের মাঠে এগিয়ে থেকেও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ৪-৪ ড্র করল বার্সেলোনা! ম্যাচের ৯২ মিনিট পর্যন্ত ৪-৩ গোলে এগিয়ে ছিল বার্সা। কিন্তু ৯৩ মিনিটে আলেকজান্ডার সরলথের গোলে নাটকীয়ভাবে ম্যাচ ড্র করে দেয় অ্যাটলেটিকো।

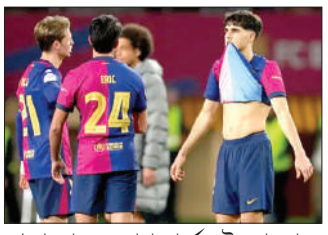

খেলা শেষে হতাশ বার্সা ফুটবলাররা।

দলের এক নম্বর স্ট্রাইকার রবার্ট লেয়নডস্কিকে শুরুতে মাঠে নামাননি বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। কিন্তু প্রথম মিনিটেই আঁতোয়া গ্রিজম্যানের ক্রস থেকে গোল করে অ্যাটলেটিকোকে এগিয়ে দেন জুলিয়ান আলভারেজ। পাঁচ মিনিট পরেই আলবারেজের পাস থেকে ২-০ করে দেন গ্রিজম্যান। জোড়া গোল হজমের পর টনক নড়ে বার্সেলোনার। ১৯ মিনিটে জুলস কুন্ডের ক্রস থেকে ১-২ করেন পেদ্রি। দু'মিনিট পরেই কর্নার থেকে গোল করে ২-২ করে দেন পাও কুবার্সি। বিরতির ঠিক আগে ইনিগো মার্টিনেজের গোলে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা।

আক্রমণের ধার বাড়াতে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই লেয়নডস্কিকে মাঠে নামিয়ে দেন বার্সা কোচ। ৭৪ মিনিটে লেয়নডস্কির গোলেই ৪-২ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল বার্সেলোনা। কিন্তু নাটকের তখনও বাকি! ৮৪ মিনিটে পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নামা মার্কোস লরেন্তের গোলে ৩-৪ করে ফেলে অ্যাটলেটিকো। এরপর ৯৩ মিনিটে সরলথের গোলে ৪-৪। ম্যাচের পর হতাশ ফ্লিক বলেন, ''আমি প্রচণ্ড হতাশ। শুরুতেই দু'গোলে পিছিয়ে পড়ার পর আমরা দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। ৪-২ গোলে এগিয়েও গিয়েছিলাম। কিন্তু সব লড়াই ব্যর্থ হয়ে গেল।'' অন্যদিকে, উচ্ছ্বসিত অ্যাটলেটিকো কোচ দিয়েগো সিমিয়নের বক্তব্য, ''ফুটবলারদের স্পিরিট দেখে আমি মুগ্ধ। কী অবিশ্বাস্যভাবেই না ওরা ম্যাচে ফিরে এল! একেবারে গ্ল্যাডিয়েটরসুলভ মানসিকতা।''

দাপুটে জয় ডায়মন্ড হারবারের

ডায়মন্ড হারবার ৪ (জবি-২, অ্যালিস্টার, সুপ্রদীপ)
স্যাট তিরুর ১ (লিজো)

প্রতিবেদন : নেরোকা এফসি এবং ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে পয়েন্ট নষ্ট করার পর আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে জয়ের সরণিতে ফিরল ডায়মন্ড হারবার এফসি। আগের দু'টি ম্যাচেই ড্র করে পয়েন্ট টেবলে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গিয়েছিল কিবু ভিকুনার দল। বুধবার নৈহাটিতে কেরলের স্পোর্টস অ্যাকাডেমি তিরুরকে ৪-১ গোলে চূর্ণ করে ফের জয়ের ছন্দে ফিরল ডায়মন্ড হারবার। এদিন কিবুর দলের হয়ে জোড়া গোল করেন জবি জাস্টিন। বাকি দুই গোলদাতা অ্যালিস্টার ও সুপ্রদীপ হাজরা। স্যাট তিরুর হয়ে একমাত্র গোলটি করেন লিজো কে। জিতলেও লিগ টেবলে অবস্থানে বদল হয়নি ডায়মন্ড হারবারের। ৬ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানেই ডায়মন্ড হারবার। সমসংখ্যক ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে চানমারি এফসি।

আই লিগ টু

গোটা ম্যাচে আধিপত্য ছিল ডায়মন্ড হারবারের। এদিন চোট সমস্যার কারণে প্রথম একাদশে কয়েকটি পরিবর্তন করেন ডায়মন্ড হারবারের কোচ কিবু। নরহরি শ্রেষ্ঠাকে বেঞ্চে রাখেন তিনি। তাঁর জায়গায় জবির পাশে আপফ্রন্টে শুরু করেন নবাগত অ্যালিস্টার অ্যান্থনি। পিন্টু মাহাতোর পরিবর্তে মাঝমাঠে শুরু করেন রবিনসন। ১৮ মিনিটেই গোল করে এগিয়ে যায় ডায়মন্ড হারবার। গিরিক খোসলার পাস থেকে বল জালে জড়ান জবি। বিরতির আগেই ব্যবধান বাড়ায় ডায়মন্ড হারবার। ডান পায়ের জোরাল শটে গোল করেন অ্যালিস্টার।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আরও আক্রমণাত্মক ডায়মন্ড হারবার। ৪৭ মিনিটে ফের গিরিক ও জবির যুগলবন্দিতে দলের তৃতীয় গোল। গিরিকের সেন্টার থেকে বল জালে জড়ান কেরালাইট জবি। এরপরই ডায়মন্ড রক্ষণে চাপ বাড়ায় স্যাট তিরুর। ৫৪ মিনিটে একটি গোল শোধ করে কোচির ক্লাবটি। লিজো গোল করেন। তবে রক্ষণের ভুল ছিল ডায়মন্ড হারবারের। ৭০ মিনিটের পর অয়ন মণ্ডল, অ্যালিস্টার, গিরিক, জবিকে তুলে কিবু নামান সুনীল, সাইবর, সুপ্রিয় পণ্ডিত ও নরহরিকে। সংযুক্ত সময়ে (৯৩ মিনিট) সুপ্রদীপের অসাধারণ গোলে ডায়মন্ড হারবার স্কোরলাইন ৪-১ করে। সহকারী কোচ দেবরাজ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''জয়ের ছন্দে ফেরাটা খুব দরকার ছিল। এটা ধরে রাখতে হবে।'' পরের ম্যাচে কার্ড সমস্যায় জবি, মোহিত মিত্তল, বিক্রমজিৎ ও সুপ্রদীপকে পাবে না কিবুর দল।

জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস জবির। বুধবার নৈহাটিতে।

মোলিনার ক্লাসে জেমিরা, সাহাল নেই মুম্বই ম্যাচেও

প্রতিবেদন : দুই ম্যাচ হাতে রেখেই আইএসএল লিগ-শিল্ড খেতাব জিতে নিয়েছে মোহনবাগান। শনিবার মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে জোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল। এরপর লিগ পর্বে দিমিত্রি পেত্রাতসদের শেষ ম্যাচ দ্বিতীয় স্থানে থাকা এফসি-গোয়ার বিরুদ্ধে। ৮ মার্চ যুবভারতীতে গোয়া ম্যাচেই শিল্ড হাতে পাবে মোহনবাগান। মোলিনা চান মুম্বই ও গোয়ার বিরুদ্ধে জয়ের ছন্দ ধরে রেখে শিল্ড হাতে নিতে। দু'দিন ছুটির পর দ্বিমুকুট জয়ের লক্ষ্যে বুধবার যুবভারতীতে অনুশীলন শুরু করে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। অনুশীলন শুরুর আগে মাঠেই ফুটবলারদের সঙ্গে দীর্ঘ মিটিং করেন মোলিনা। এরপর ফুটবলারদের কড়া অনুশীলনে ব্যস্ত রাখেন স্প্যানিশ কোচ। দিমি-মনবীরদের উদ্দেশে মোলিনার বার্তা, ''কাজ এখনও শেষ হয়নি। নক আউটের লড়াই কঠিন। তার আগে লিগ পর্বে শেষ দুই ম্যাচে জয়ের অভ্যাস বজায় রাখতে হবে।'' কার্ড সমস্যায় মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না কামিন্স। ওড়িশা ম্যাচে পাওয়া টম অলড্রেডের চোট সামান্য। তবে সাহাল আব্দুল সামাদকে লিগের বাকি দুই ম্যাচেও পাওয়া যাবে না। এপ্রিলে প্লে-অফে খেলার আশায় সাহাল। এদিকে মুম্বই মেরিনার্স শনিবার মাঠেই দিমিত্রিদের সংবর্ধনা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জুনিয়র লিগে জয়ী বাগান

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৫ এআইএফএফ জুনিয়র লিগে মোহনবাগান ৫-০ গোলে হারাল মহামেডানকে। গোল করেই চলেছে রাজদীপ পাল। এদিনও জোড়া গোল রাজদীপের। লিগে মাত্র ১৩ ম্যাচে ৩৮ গোল তার। জোড়া গোল করেছে অর্ক ভাস্করও। অপর গোলটি শাহিদ চৌধুরীর। বুধবার ইস্টবেঙ্গল বিধাননগর পুরসভা স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করে। ইস্টবেঙ্গলের গোলটি করে শিশির সরকার।

শীর্ষে মুম্বই

বেঙ্গালুরু, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ইউপি ওয়ারিয়র্সকে ৮ উইকেটে হারিয়ে মেয়েদের আইপিএলে শীর্ষে উঠল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। বুধবার চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ওয়ারিয়র্স করেছিল ১৪২/৯। জবাবে মুম্বই ১৮ বল বাকি রেখে জয়ের রান তুলে নেয় ২ উইকেট হারিয়ে। বল হাতে ৩ উইকেট নেওয়ার পর নাতালি শিভার ব্রান্ট ৪৪ বলে ৭৫ রান করে নট আউট থেকে যান। ওপেনার হাইলি ম্যাথুজ করেন ৫৯ রান। আগে ব্যাট করতে দেওয়ার পর ২ রানে কিরন নাভগারেকে (১) হারিয়েছিল ওয়ারিয়র্স। এরপর গ্রেস হ্যারিস (৪৫) ও বৃন্দা দীনেশ (৩৩) মিলে ওয়ারিয়র্সকে ৮১ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর ১৩ রানের মধ্যে তারা ৪টি উইকেট হারিয়েছে। দীপ্তি শর্মা (৪), তাহিলা ম্যাকগ্রা (১), শ্বেতা শেরাওয়াত(১৯) সবাই নাতালি ও সংস্কৃতি গুপ্তার বোলিংয়ে নাজেহাল হন। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় ১১১ রানে ওয়ারিয়র্স আরও একটি উইকেট হারালে। ব্রান্ট ৩টি, সংস্কৃতি ও শাবনিম ইসমাইল ২টি করে উইকেট নিয়েছেন।

দিল্লি ক্যাপিটালসকে জিতিয়ে জেসি জোনাসেন বলেন, আমি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শে উপকার পেয়েছি

পাঁচে বিরাট

■ দুবাই : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো সেঞ্চুরির পুরস্কার। আইসিসি ওয়ান ডে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ এগিয়ে পাঁচ নম্বরে উঠে এলেন বিরাট কোহলি। অন্যদিকে, পাঁচে থাকা নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল নেমে এসেছেন ছয়ে। তবে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন শুভমন গিল। দ্বিতীয় স্থানে পাকিস্তানের বাবর আজম। চারে দক্ষিণ আফ্রিকার হেনরিখ ক্লাসেন। নবম স্থানে রয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। এদিকে, ওয়ান ডে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম দশে একমাত্র ভারতীয় কুলদীপ যাদব। তিনি রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। দু'ধাপ পিছিয়ে ১২ নম্বরে নেমে গিয়েছেন মহম্মদ সিরাজ। ১৩ ও ১৪তম স্থানে রয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা ও মহম্মদ শামি।

শচীন-ঝলক

■ মুম্বই : ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার্স লিগ টি-২০-তে ইংল্যান্ড মাস্টার্সকে ৯ উইকেটে হারিয়েছে ইন্ডিয়ান মাস্টার্স। শচীন তেন্ডুলকর ২১ বলে ৩৪ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন। তাঁর ইনিংস সাজানো ছিল পাঁচটি চার ও একটি ছয় দিয়ে। ৫১ বছর বয়সেও শচীন যেভাবে ব্যাট করেছেন, তা দেখে মুগ্ধ স্টেডিয়ামে উপস্থিত ৩৬ হাজার ক্রিকেটপ্রেমী। সোশ্যাল মিডিয়াতেও শচীন-বন্দনার ঝড় উঠেছে। নেটিজেনদের কেউ লিখেছেন, ''ঈশ্বর ক্রিকেট খেলতে চেয়েছেন বলে শচীন পৃথিবীতে এসেছেন।'' আবার কেউ লিখেছেন, ''৫১ বছর বয়সে প্রায় দুশো স্ট্রাইক রেট! শচীন শুধু ক্রিকেট খেলার জন্যই জন্মেছেন। নিজের সেরা সময়ে টি-২০ খেলার সুযোগ পেলে কী করতেন, এটা কল্পনা করেই শিহরিত হচ্ছি।''

দুবাই পৌঁছল নিউজিল্যান্ড ছুটি কাটিয়ে প্রস্তুতি ভারতের

এলেন মর্কেল, নেটে ব্যাটিং ঋষভের

প্রথম দলে তিনি অনিশ্চিত। তবু জ্বর থেকে সেরে উঠে প্র্যাকটিসে ঋষভ।

দুবাই, ২৬ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তানে গ্রুপের দুটি ম্যাচ খেলে দুবাইয়ে পা রেখেছে নিউজিল্যান্ড দল। রবিবার তারা মুখোমুখি হবে ভারতের। দুবাইয়ের উইকেট এখনও পর্যন্ত স্পিনারদেরই সাহায্য করেছে। ভারত ও নিউজিল্যান্ড দুটো দলেই যেহেতু স্পিনাররা গুরুত্ব পাচ্ছেন, তাই রবিবার ফের একটা স্পিনারদের ম্যাচ দেখা যেতে পারে।

পাকিস্তানকে হারানো পর একদিন বিশ্রাম নিয়ে বুধবার ফের দুবাই অ্যাকাডেমি মাঠে নেমে পড়লেন রোহিত শর্মারা। অপশনাল প্র্যাকটিস থাকলেও এসেছেন সবাই। জ্বর থেকে সেরে উঠে ঋষভ পন্থও। বাবার মৃত্যুতে দেশে ফিরে যাওয়া মর্নি মর্কেলও ফিরে এসেছেন। এদিকে, পাকিস্তানকে প্রথম ম্যাচে ৬০ রানে হারিয়ে নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশকে হারিয়েছে। এই ম্যাচে কিউয়িরা একটা সময় কিছুটা চাপে ছিল। যা নিয়ে নিউজিল্যান্ড কোচ গ্যারি স্টিড বলেছেন, চাপে পড়া একদিক থেকে ভাল। এতে পরের ম্যাচে কী অ্যাডজাস্ট করতে হবে সেটা বোঝা যায়। নিউজিল্যান্ড কোচ জানান, তাঁর ছেলেরা পেশাদার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। পাকিস্তানে কয়েকটি কঠিন ম্যাচ তাঁরা খেলে এসেছেন। এবার কয়েক দিন বিশ্রামের সুযোগ রয়েছে।

পাকিস্তানকে হারানোর পর ভারতীয় দলও একদিন ছুটি নিয়েছে। বিরাট কোহলি আগের ম্যাচে সেঞ্চুরির পর এই বিশ্রাম নিয়ে বলেছেন, ৩৬ বছর বয়সে এরকম বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। এদিকে, স্টিড রাচিন রবীন্দ্রর মনের জোরের প্রশংসা করেছেন। তাঁর কথায়, কপালে ওরকম চোট পাওয়ার পর মাঠে নেমে সেঞ্চুরি করা কঠিন ব্যাপার। স্টিড ফিরে আসা কাইল জেমিসনেরও প্রশংসা করেন। নিউজিল্যান্ড কোচ জানিয়েছেন, ক্রিকেটাররা কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিয়ে ভারত ম্যাচে নামবেন। রবিবার ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের পর ৪ মার্চ দুবাইয়ে প্রথম সেমিফাইনাল। সেমিফাইনালে উঠে যাওয়ায় রোহিত শর্মারা সেই ম্যাচ খেলবেন দুবাইয়ে।

ভারত ম্যাচে নামতে মুখিয়ে আছেন রাচিন

দুবাই, ২৬ ফেব্রুয়ারি : ভারতের মতো নিউজিল্যান্ডও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে। রবিবার দুবাইয়ে গ্রুপের শেষ ম্যাচে দু'দল পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। নিয়মরক্ষার ম্যাচে দু'দলের একই লক্ষ্য, গ্রুপ সেরা হয়ে নক আউটে পা রাখা। ভারতের মতো নিউজিল্যান্ডও সম্ভবত প্রথম একাদশে কিছু পরিবর্তন করতে পারে। চোট সারিয়ে ফিরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচেই দুরন্ত সেঞ্চুরি করেছেন কিউয়ি ব্যাটার রাচিন রবীন্দ্র। শোনা যাচ্ছে, তাঁকে ভারতের বিরুদ্ধেও বিশ্রাম দিতে পারে টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাচিন বিশ্রাম নিতে চান না।

পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজে মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচে পুরো ফিট না থাকায় রাচিনকে খেলানোর ঝুঁকি নেয়নি নিউজিল্যান্ড। কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো পারফরম্যান্সের পর আর কোনও ম্যাচ মিস করতে চাইছেন না কিউয়ি ব্যাটার। রাচিন বলেছেন, ''টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি। কিন্তু আইসিসি টুর্নামেন্টের মতো বড় ইভেন্টে আর কোনও ম্যাচে আমি বাইরে বসতে চাই না''

রাচিন আরও বলেন, ''প্রথম চোট পাওয়ার পর মনে হয়েছিল বেশ কয়েকটি ম্যাচ হয়তো খেলতে পারব না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচ খেলিনি। এখন আমি সম্পূর্ণ ফিট। টিম যা চাইবে সেটা করার জন্য প্রস্তুত। আমি মুখিয়ে আছি ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামার জন্য। আশা করি, পরের ম্যাচেও নিজের কাজটা সঠিকভাবে করতে পারব। নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও এটা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। সেভাবেই প্রতিটি ম্যাচকে দেখা উচিত।''

সানি-মন্ত্র বাবরকে, সাফাই পাকিস্তানের

অবসরের ভাবনা ফখরের

রাওয়ালপিন্ডি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানের। বৃহস্পতিবার রাওয়ালপিন্ডিতে মহম্মদ রিজওয়ানরা নামছেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সান্ত্বনা জয়ের খোঁজে। বাংলাদেশও টানা দুই ম্যাচ হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছে। আয়োজক দেশ হিসেবে লজ্জার বিদায়ে ঘরে-বাইরে সমালোচিত হচ্ছে পাকিস্তান। তার মধ্যেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার ম্যাচে নামার আগে পাকিস্তানের অন্তর্বর্তী হেড কোচ আকিব জাভেদ জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শুধুমাত্র একটি ভেনুতে খেলার সুবিধা পাচ্ছে ভারত।

রিজওয়ানদের কোচ বলেন, ''একটা নির্দিষ্ট কারণের জন্য ভারতীয়রা দুবাইয়ে থেকে খেলছে। শুধুমাত্র একটি মাঠে খেলা, একটি হোটেলে থাকার সুবিধা অবশ্যই পাচ্ছে ভারত। কিন্তু আমরা ওদের কাছে ঠিক এই কারণেই হারিনি। আমরা এখানে আসার আগে ওরা এখানে ম্যাচ খেলা এবং প্রস্তুতির সুযোগ পেয়েছে।'' দুই ওপেনার ফখর জামান ও সাইম আয়ুবকে টুর্নামেন্টে না পাওয়াটা ভুগিয়েছে দলকে, মানছেন পাক কোচ। এদিকে, ফখর জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিই তাঁর শেষ আইসিসি টুর্নামেন্ট। তিনি বলেন, ''চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষে ওয়ান ডে ক্রিকেট থেকে কিছুদিন সরে থাকতে চান।'' তবে পিসিবি ফখরকে দ্রুত একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে বারণ করেছে বলে সূত্রের খবর।

বাংলাদেশ ম্যাচের আগে বাবর আজমকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন সুনীল গাভাসকর। তিনি বলেছেন, ''যদি টেকনিক নিয়ে আমার কাছে জানতে চাওয়া হয় তাহলে বাবরকে আমি একটা কথাই বলব, তোমার স্টান্স অনেক চওড়া। দু'পায়ের মাঝে অনেকটা ফাঁক। যদি স্টান্স নেওয়ার সময় দুই পায়ের ব্যবধান কমাও তাহলে দুটো সুবিধা পাবে। তুমি ফ্রন্টফুট এবং ব্যাকফুটে খেলার সময় স্বাচ্ছন্দবোধ করবে। দ্বিতীয়ত, তোমার দুটো পা কাছাকাছি থাকলে উচ্চতা বাড়বে। তখন পিচের বাউন্স আরও ভালভাবে বুঝতে পারবে এবং রান পেতেও তখন সুবিধা হবে।''

রিহ্যাব চলছে

ধীরে ধীরে ফিট হচ্ছি: বুমরা

দুবাই, ২৬ ফেব্রুয়ারি : পিঠের চোটের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছিটকে গিয়েছেন। যদিও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে হঠাৎ করেই দুবাইয়ে মাঠে দেখা গিয়েছিল জসপ্রীত বুমরাকে। আইসিসির বর্ষসেরা পুরুষ ক্রিকেটার এবং বর্ষসেরা পুরুষ টেস্ট ক্রিকেটার হয়েছেন বুমরা। এছাড়া আইসিসির বর্ষসেরা টেস্ট এবং টি-২০ একাদশের রয়েছেন। সেই পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্যই দুবাইয়ে ডেকে নেওয়া হয়েছিল বুমরাকে।

আইসিসি-র ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বুমরা বলেছেন, ''অসাধারণ অনুভূতি। ছোটবেলা থেকেই স্যার গারফিল্ড সোবার্স ট্রফি (বর্ষসেরা পুরুষ ক্রিকেটার) জেতার স্বপ্ন দেখতাম। তাই এই পুরস্কার আমার কাছে সম্মানের।'' একই সঙ্গে নিজের ফিটনেস নিয়েও আপডেট দিয়েছেন বুমরা। তিনি বলেন, ''পিঠের চোট নতুন নয়। আগেও ভুগেছি। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছি। এনসিএ-তে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে রিহ্যাব করছি। কবে মাঠে ফিরব, সেটা ওঁরাই বলতে পারবেন।''

তাঁর অনুপস্থিতিতে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় জোরে বোলিং অনেকটাই নির্ভর করছে মহম্মদ শামির উপর। বুমরা বলছেন, ''শামি ভাইকে দেখে ভাল লাগছে। চোট সারিয়ে অনেকদিন পর মাঠে ফিরেছে। কিন্তু ওর স্কিল তো আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। যত বেশি ম্যাচ খেলবে, ততই আত্মবিশ্বাস আরও বাড়বে। আশা করি, দলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ও বড় ভূমিকা পালন করবে।''

গত বছর দেশের মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপ জিতে ১১ বছরের আইসিসি ট্রফি-খরা কাটিয়েছিল ভারত। এই জয়ে বড় ভূমিকা ছিল বুমরার। মাত্র ৪.১৭ ইকনমি রেটে ১৫ উইকেট দখল করেছিলেন তিনি। বুমরা বলছেন, ''টি-২০ বিশ্বকাপ জয় আমার কাছে স্পেশাল। ওই টুর্নামেন্টে অনেক কিছু শিখেছি। চাপের মধ্যে বল করেছি। আমাকে বোলার হিসাবে উন্নত করে তুলতে ওই টুর্নামেন্ট সাহায্য করেছে। আশা করি, আগামী দিনে আরও ভাল কিছু অপেক্ষা করছে।''